নওরোজী জীবন।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নওরোজী-জীবন।

দাদাভাই নওরোজীর জীবন চরিত

প্রণেতা

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

প্রকাশক :—
বেঙ্গল ট্রেডার্স লিমিটেড্
৮৪।১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

বেঙ্গল আর্ট প্রিন্টিং লিমিটেড হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত
২১নং হলওয়েল লেন, কলিকাতা।

সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে অগ্রণী, পল্লীসমাজ সংস্কারক

উদার চরিত্র, অমায়িক,

দেশ-প্রাণ, কর্ম্মী

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র সেন

মহাশয়ের করকমলে

"নওরোজী-জীবন"

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ

প্রদত্ত হইল।

কোন্নগর,—ই, আই, আর

১৮ই মার্চ্চ, ১৯২১।

নওরোজী-জীবন।



প্রথম অধ্যায়।



বাল্যকাল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা দাদাভাই নওরোজী বোম্বাই নগরের এক ক্ষুদ্র পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যাজনিক ব্যবসা দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন, কাজে কাজেই তিনি যে অর্থশালী ছিলেন না তাহা বলাই বাহুল্য। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকিলেও বংশ মর্য্যাদার হিসাবে তাঁহার অত্যন্ত সম্মান ছিল। তিনি বোম্বাইবাসী বহু ধনী পার্শী পরিবারের আদি পুরোহিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে ছয় শত বৎসরেরও উর্দ্ধকাল হইতে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ এই যাজনিক ব্যবসা দ্বারা জীবন যাপন করিয়া

আসিতেছিলেন। এজন্যই পার্শীগণ তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তদুপরি তাঁহার চরিত্র-সম্পদও যথেষ্ট ছিল। তিনি নিতান্ত বিনয়ী ও শান্তি-প্রিয় লোক ছিলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ ও গৃহের আসবাব-পত্র কিছুতেই তাঁহার জাকজমক ছিল না। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য অতি সুন্দর মিতব্যয়িতার সহিত সুশৃঙ্খলায় সমাহিত হইত। তাঁহার পত্নীও ঠিক তাঁহার অনুরূপাই ছিলেন; কাজে কাজেই তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না হইলেও, তাঁহারা বেশ শান্তিতে ছিলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। দাদাভাই নওরোজী এই শান্তিপ্রিয় পুরোহিত-দম্পতির একমাত্র সন্তান। তাঁহাকে লাভ করিয়া তাঁহার মাতাপিতা পরম প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু যাজকজনসুলভ অসচ্ছলতানিবন্ধন জন্মোৎসব ক্রিয়ায় কোনপ্রকার আড়ম্বর করতঃ তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। শিশু নওরোজী মাতাপিতার ঐকান্তিক যত্নে লালিত পালিত হইয়া ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এক, দুই ও তিন বৎসর অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ পূর্ব্বক নানা বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক শক্তির পূর্ব্বাভাষ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনবরত খেলা ধূলায় তাঁহার কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দিন

দিনই সুন্দর সুগঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পুত্রের এইরূপ ক্রমোন্নতি দেখিয়া জনক জননীর হৃদয় আশায় ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই ক্ষুদ্র নওরোজীকে একের কোল হইতে অপরে লইয়া আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু হায় এ আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। বিধাতার নিষ্ঠুর অজ্ঞাত-বিধানে দরিদ্র পুরোহিত-দম্পতির এই শান্তিময় সোনার সংসার অচিরেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। দাদাভাই নওরোজী চারি বৎসর বয়স অতিক্রম করার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে অকূলে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিলেন। দরিদ্র পুরোহিত-পত্নী এই অপোগণ্ড শিশুটীকে বক্ষে লইয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন।

পার্শী সমাজের ভিতর বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে। বাল বিধবাগণের পক্ষে দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করা নিন্দনীয় নহে। নওরোজীর পিতৃবিয়োগ কালে তাঁহার জননীর বয়স অধিক ছিল না; তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই কোনও ধনী মহাজনের সহিত বিবাহিত হইয়া সুখে সম্পদে দিন কাটাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তেমন চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান দান করিলেন না। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া অসহ্য বিপদে

ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নওরোজীর রক্ষা ও নওরোজীর শিক্ষায় তাঁহার যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করিলেন। তিনি নিজে লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু তাহার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেন। কাজেকাজেই নওরোজী যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার শিক্ষার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তৎকালে দেশে শিক্ষার কোনও রূপ সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত ছিল না। আজ কাল যেমন পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত স্কুল কলেজ ও বিধিবদ্ধ নিয়মে পরিচালিত পাঠশালা দেখিতে পাওয়া যায় তখন তেমন কিছুই ছিল না। শিক্ষার্থী বালকগণ গ্রাম্য গুরুমহাশয়দের স্বচালিত স্বাধীন পাঠ-শালায় সামান্য রকম প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিত। তাহাও সর্ব্বত্র সুলভ ছিল না। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও সুযোগের অভাবে অনেকেই সন্তান-সন্ততিদিগকে রীতি-মত শিক্ষাদান করিতে পারিতেন না। এই সমস্ত প্রতি-কূল অবস্থা ও স্বীয় আর্থিক অসদ্ভাবের কথা চিন্তা করিয়া নওরোজী-জননী পুত্রের শিক্ষার জন্য সবিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

বোম্বাই নগরে নওরোজীর এক মাতুল ছিলেন।

তিনি নওরোজীর পিতৃবিয়োগের পর হইতে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থাও বিশেষ মন্দ ছিল না। তিনি নওরোজীকে কোনও পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য উপদেশ দিলেন। নওরোজী-জননী ভাইয়ের উপদেশ মত পুত্রকে এক নিকটবর্ত্তী পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। নওরোজীর এই সদাশয় মাতুল মহাশয় কেবল তাঁহাকে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সাধ্যমত আর্থিক সাহায্যও করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত এই দরিদ্র পুরোহিত-কুমারের সুশিক্ষা লাভ সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা।

পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া পাড়ার দরিদ্র ছাত্রগণের সহিত দাদাভাই নওরোজী লেখাপড়া আরম্ভ করিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে যাহারা শিক্ষা দীক্ষায় অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে, শৈশবকালেই তাহার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহারা সাধারণ বালক বালিকাদিগের ন্যায় কেবল খাইয়া শুইয়া খেলিয়া বেড়াইয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না; বালক-সুলভ চপলতা এবং ক্রীড়া কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয় শিক্ষার প্রতিও তাহাদের যথেষ্ট আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। বালক নওরোজী সম্বন্ধেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। তিনি যে ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাঠশালা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সমপাঠী সকল ছাত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। বয়সে ছোট হইলেও কেহই তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। পূরণের নামতা ও

মানসাঙ্কে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ মতে গুরু মহাশয় সমস্ত ছাত্র-দিগকে রাস্তায় সারি বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া পূরণের নামতা ও মানসাঙ্কের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন; তখন তাহাদের হিসাবের ক্ষমতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেক লোক সমবেত হইতেন। শিশু নওরোজী এতলোকের সম্মুখেও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া প্রত্যেক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এমন সুন্দর ও ক্ষিপ্রতার সহিত করিতে পারিতেন যে, তাহা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া যাইতেন। এই সমস্ত পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বদাই শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিতেন।

একদা নওরোজীর একটী সহপাঠী বন্ধু মানসাঙ্কের নামতা মুখস্থ করিয়া পাঠশালার পরীক্ষায় তাঁহার উপরের স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে তিনি যে পুরস্কার পাইবেন বলিয়া আশা করিতেছিলেন তাহা ঐ বালকের ভাগ্যে পড়িয়া যায়। নওরোজী সর্ব্বদাই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিতেন, সেবার তাহার ব্যতিক্রম হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিমন হইলেন। পুরস্কার বিতরণের সময় যখন ঐ বালকটী পুরস্কার লইবার জন্য সভাপতির নিকট উপস্থিত হইল,

তখন সভাপতি মহাশয় তাহাকে পুস্তকের বাহির হইতে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকটী উত্তর করিতে পারিল না। দাদাভাই নওরোজী অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি এক লম্ফে সম্মুখে আসিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "অনুমতি হইলে আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিতে পারি"। সভাপতি মহাশয় বালকের সাহস ও উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। অতঃপর তাঁহার অনুমতিমতে বালক নওরোজী সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এমন পরিষ্কার ভাবে ক্ষিপ্রতার সহিত দিতে লাগিলেন যে সভাস্থ সকলে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সভায় কয়েকজন ইংরাজ মহিলা ও ইংরাজ রাজপুরুষ উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে একজন নওরোজীর ক্ষমতায় এমন প্রীত হইলেন যে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিজ ব্যয়ে একটী উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিলেন। মিসেস্ পোষ্টন নাম্নী একজন বিদুষী ইংরাজ মহিলা ভারতের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন। এই পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনিও উপস্থিত ছিলেন; তিনি বালক নওরোজীর এই অসাধারণ ক্ষমতায় এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার বিরচিত পশ্চিম ভারত (Western

India) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভারতবাসীর অসাধারণ ক্ষমতার নির্দর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র ঘটনাটী উল্লেখ করিয়া বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছেন।

এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই নওরোজীর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। সাধারণ মেধাবী ছাত্রের ন্যায় তাঁহার অধ্যবসায় কেবল পাঠশালার পাঠাভ্যাসেই নিবদ্ধ ছিল না। ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতি যাবতীয় শিশুসুলভ আমোদ প্রমোদেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। লেখাপড়ায় যেমন তিনি শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম ছিলেন, খেলা ধুলায়ও ঠিক সেইরূপ সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। পাঠশালার দৈনিক পাঠ অভ্যাস করিয়া তিনি সর্ব্বদাই পাড়ার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত খেলায় নিরত হইতেন। অলসভাবে ঘরে বসিয়া অনর্থক কল্পনা জল্পনায় সময় কাটান তাঁহার অভ্যাস ছিল না। দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি পরিশ্রম জনক খেলাই তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করিতেন। ক্রিকেট খেলা তাঁহার প্রকৃত প্রাণের জিনিষ ছিল। পাঠশালার টিফিনের ছুটীর সময় তিনি প্রখর রৌদ্রতাপ অগ্রাহ্য করিয়া সমপাঠীদিগের সহিত ময়দানে গিয়া ক্রিকেট খেলা আরম্ভ করিতেন।

কৌতুককর ব্যাপারেও বালক নওরোজী বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিবাহবাড়ীতে ও পাড়ার প্রছেসনে তিনি নানা প্রকার হাস্যকর পোষাক পরিধান করিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে তামাসা দেখাইতেন। তাঁহার শরীরের রং অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও তাঁহার ছোট ছোট অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি বিশেষ সুঠাম ছিল, তজ্জন্য পাড়ার আমোদ-প্রিয় লোকেরা তাঁহাকে ইংরাজ সেনাপতি অথবা ভারতীয় রাজন্যবর্গের ন্যায় উজ্জ্বল পোষাকে সুশোভিত করিয়া প্রছেসন ইত্যাদিতে প্রদর্শন করিতেন। এই সমস্ত পোষাকে তাঁহাকে এমন সুন্দর দেখা যাইত যে নিতান্ত পরিচিত লোকেরাও তাঁহাকে নওরোজী বলিয়া চিনিতে পারিতেন না। এইরূপে সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পূর্ব্বাভাষ অতি শৈশবকালেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

নওরোজীর মা পুত্রের প্রশংসাবাদ শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেন বটে, কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় অতিরিক্ত আদর করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নষ্ট করিলেন না। তিনি সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া চরিত্র সংগঠনে যথাসম্ভব সহায়তা করিলেন। অল্পবয়সেই কুসংসর্গে পড়িয়া বালক যাহাতে বিপথগামী হইতে না পারে তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

দাদাভাই নওরোজীর দেশবিশ্রুত সচ্চরিত্রতার নিমিত্ত তিনি যে তাঁহার জননীর নিকট চিরঋণী তাহা তিনি নিজেও অকপটে স্বীকার করিতেন। নূতন নূতন পুস্তক পাঠ করিবার আকাঙ্ক্ষা নওরোজীর অত্যন্ত প্রবল ছিল। অবসর পাইলেই তিনি পাড়াপ্রতিবেশীর নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া আনিয়া নিজে নিজে পড়িতেন। এইরূপে তিনি পাঠশালার পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন।

সাহনামা নামে পার্শীদিগের একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তাহা গুজরাঠী ভাষায় লিখিত। নওরোজী তাহা বাল্যকালেই এমন সুন্দরভাবে পাঠ করিয়াছিলেন যে পাড়ার বৃদ্ধ পার্শী নরনারীগণ অবসর সময় তাঁহার নিকট আসিয়া এই গ্রন্থের সরল অনুবাদ শ্রবণ করিতেন। এই গ্রন্থ পাঠে বালক নওরোজীর কেবল ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষালাভ হইয়াছিল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে কোনও বিষয় অনুবাদ করিয়া সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ার ক্ষমতাও যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি নিজে যাহা বুঝিতে পারিতেন নিতান্ত মূর্খকেও তাহা এমন সুন্দরভাবে বুঝাইতে পারিতেন যে দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া যাইত। অর্দ্ধশিক্ষিত গুরুমহাশয়ের বিশৃঙ্খল পাঠশালায়

যথোচিত সুশিক্ষা লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও বালক নওরোজী তাঁহার জননীর তত্ত্বাবধানে নিজের চেষ্টায়ই বেশ সুন্দর জ্ঞানলাভ করিয়া লইলেম।

তৃতীয় অধ্যায়।

নওরোজীর স্কুলে প্রবেশ।

পাঠশালার পড়া শেষ হইলে পর নওরোজীর শিক্ষার জন্য তাঁহার জননী আবার চিন্তিত হইলেন। একজন অসহায়া বিধবার পক্ষে পুত্রের শিক্ষার ব্যয় বহন করা কম কঠিন নহে। কিন্তু তিনি নওরোজীর ক্রমোন্নতি দেখিয়া ও লোকমুখে তাঁহার প্রশংসাবাদ শুনিয়া এমনই উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে, নিজের যৎসামান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও পুত্রের শিক্ষার খরচ চালাইতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহার ভাই, যিনি এ পর্য্যন্ত নওরোজীর শিক্ষার সহায়তা করিয়া আসিতে-ছিলেন,—তিনি স্বেচ্ছায় নওরোজীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

তৎকালে দেশে স্কুল কলেজ নিতান্ত কম ছিল। খরচ পত্রের অভাব না হইলেও, স্কুল কলেজের অভাবে অনেকের উচ্চ শিক্ষালাভ হইত না। দাদাভাই নওরোজী সম্বন্ধেও তাহাই হইল। তাঁহার সহৃদয় মাতুল মহাশয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকার করিলেন বটে কিন্তু উপযুক্ত বিদ্যালয় সহজে পাওয়া গেল না। কোথায় কোন্ স্কুলে পাঠাইলে তাঁহার যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ হইতে পারে,—তৎবিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিতে লাগিল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে জাতীয় শিক্ষা সমিতি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির চেষ্টায় তথায় একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। ঐ স্কুলে দুইটী বিভাগ ছিল, এক বিভাগে ইংরেজী ও অন্য বিভাগে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান করা হইত। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এই স্কুলটীর তত্ত্বাবধান করিতেন বটে, তথাপি স্কুলের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক ছিল না। গ্রাম্য পণ্ডিত মহাশয়ের এক ছেলে নওরোজীর সমপাঠী ছিল। নওরোজীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারও পাঠশালার পড়া শেষ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে এই স্কুলেই ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি কিছুই অনুসন্ধান করেন নাই; কেবল

গভর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে পরিচালিত তাহাতেই তিনি ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে—স্কুল খুব ভালই হইবে। নওরোজীর পড়ারও কোনও ভাল সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া তিনি তাঁহাকেও সেই স্কুলেই ভর্ত্তি করিবার জন্য নওরোজীর মা ও নওরোজীর মাতুলকে অনুরোধ করিলেন। অন্য ভাল বন্দোবস্ত না দেখিয়া অগত্যা তাঁহারা পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধই রক্ষা করিলেন। দাদাভাই নওরোজী গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

স্কুলের শিক্ষা প্রণালী যেরূপই হউক না কেন, অবৈতনিক বলিয়া তাহাতে অনেক দরিদ্র ছাত্র ছিল। কাজে কাজেই তাহাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমানকালে স্কুল কলেজ ত দূরের কথা সামান্য পাঠশালায় পর্য্যন্ত যে রকম উচ্চহারে বেতন লওয়া হয়, তৎকালে তেমন ব্যবস্থা থাকিলে নওরোজীর এত উন্নতি সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ। দাদাভাই নওরোজী অবৈতনিক বিদ্যালয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে আজীবন অনেক প্রশংসা করতঃ ইহার সম্প্রসারণ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীর প্রদত্ত খাজানার টাকা দ্বারা বোম্বের অবৈ-

তনিক বিদ্যালয়ের ব্যয় সংকুলান হইত, এবং সেই বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া দেশবাসীর নিকট তিনি নিজকে বিশেষ ঋণী বলিয়া মনে করিতেন।

দাদাভাই নওরোজী এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। এই বিভাগে দুইজন ইংরেজ শিক্ষক ছিল। একজন সাহিত্য ও অপর-জন গণিত পড়াইতেন। এই দুই শিক্ষকের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। একে নিজকে অপরের চেয়ে অধিক বিদ্বান ও ক্ষমতাশালী মনে করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না. রীতিমত প্রভুত্ব জাহির করিবার চেষ্টাও করিতেন। তাহাতে ক্রমে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হইয়া ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া উঠিল যে উভয়ের একত্রে কাজ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। দুইজনের ঝগড়ার ফলে শীঘ্রই স্কুল ভাঙ্গিয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ স্কুলটীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। তখন হইতে এক এক জন এক এক বিভাগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। উভয়েই নিজ নিজ বিভাগের সমুদয় শিক্ষার ভার পাইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। দাদাভাই নওরোজী গণিতের শিক্ষকের অংশে পরিলেন। এই শিক্ষক মহাশয় স্কুলের শৃঙ্খলা সংরক্ষণে সম্পূর্ণ অপারগ ছিলেন। ছাত্রদিগকে

সংযত রাখাও তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। তাহারা শিক্ষকের সম্মুখেই পড়ার সময়ে পর্য্যন্ত হাস্য কৌতুক ও নানাভাবে গণ্ডগোল করিয়া সময় কর্ত্তন করিত। কেবল তাহাই নহে, অনেক সময় তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একযোগে স্কুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ময়দানে গিয়া খেলা আরম্ভ করিত। তাহারা প্রশ্রয় পাইয়া এমন দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে যখন যাহা অভিরুচি তাহাই করিত। তদুপরি শিক্ষক মহাশয়ের শিক্ষাদান ক্ষমতাও যথেষ্ট কম ছিল। এই সমস্ত কারণে স্কুলে পড়াশুনা খুব কম হইত তাহা বলাই বাহুল্য। দাদাভাই নওরোজীর প্রকৃতি সাধারণ ছাত্রদের মত ছিল না। শৈশবাবধিই তাঁহার চরিত্রে এক অসাধারণ দৃঢ়তার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত। বালসুলভ চপলতার ভিতরেও তিনি আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেন না। অন্যান্য ছাত্রগণ যখন স্কুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রীড়া কৌতুকে সময় অতিবাহিত করিত তখন নওরোজী একা ক্লাসে বসিয়া সুন্দর সুন্দর গল্প ও কবিতা মুখস্থ করিতেন। পড়ার সময় তিনি কখনও খেলা করিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। যে কোনও গল্প বা কবিতা একবার মাত্র পাঠ বা শ্রবণ করিয়াই অতি সুন্দর-রূপে পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহার উচ্চারণ

শক্তিও এমন সুন্দর ছিল যে শুনিলে সকলেই প্রশংসা করিত।

খেলাতে তিনি সমবয়সীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার পর হইতে সেই শক্তি আরও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এখানে লেখাপড়ার জন্য কোনও প্রকার শাসন ছিল না বলিয়া ক্রীড়া কৌতুকের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল। স্কুলের পর ও বিশ্রাম সময় তিনি সর্ব্বদাই ময়দানে গিয়া ক্রিকেট খেলা খেলিতেন। স্কুলের বিশৃঙ্খলার দরুণ এইরূপ খেলা ধূলা ও হাস্য কৌতুকের ভিতর দিয়া এক বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। এই এক বৎসর কালের মধ্যে লেখাপড়া সম্বন্ধে নওরোজীর বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ না হইলেও সময়টা একবারে অনর্থক ব্যয়িত হইয়াছিল এমন কথা বলা যায় না। কারণ স্কুলের সময়ে বসিয়া কবিতা ও গল্প মুখস্থ করায় এবং অন্য সময়ে ক্রিকেট খেলায় এই দুই শক্তি তাঁহার যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। খেলাতে তিনি অল্প বয়সেই এমন একজন পাকা খেলোয়ার হইয়া উঠিয়াছিলেন যে সমবয়সী সমস্ত বালকগণই তাঁহাকে দলপতি বলিয়া মান্য করিত। সমবয়সীগণের উপর আধিপত্য করিতে গিয়া

তাঁহাকে এই অল্প বয়সেই বিশেষ আত্মনির্ভরশীল হইতে হইয়াছিল। আত্মনির্ভর না থাকিলে কেহই দলপতি হইতে পারে না। কাজে কাজেই স্কুলের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের একান্ত আবশ্যকীয় যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার গুণগ্রামের কথা সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সর্ব্ববিষয়েই তিনি সমবয়সী সকল ছাত্রের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কি স্কুলের পাঠাভ্যাস, কি ময়দানের ক্রীড়া কৌতুক, সর্ব্বত্রই তিনি সকলকে পরাস্ত করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

চরিত্রবল সংগ্রহ।

পনর বৎসর বয়সের সময় হইতে নওরোজীর মনে নানাবিষয়ে নূতন নূতন ভাব, নিত্য নব আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হইল। এই সময়ে তিনি যেমন বালসুলভ চপলতার অর্থহীন বাজে আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত জীবনপথের কঠোর কর্ম্মময় সোপানে পদার্পণ করিলেন, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার একান্ত আবশ্যকীয় নানা বিষয় আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অমানুষিক দৃঢ়তা ও চরিত্রবলে তিনি কেবল ভারতে নহে—সমস্ত ভূভারতে অসাধারণ সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন, এই সময় হইতেই তাহার ভিত্তি ক্রমে দৃঢ় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে একদা রাজপথে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে কখনও কাহারও প্রতি নীচভাষা প্রয়োগ করিবেন না। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের কর্ম্মময় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শিশুকালের ঐ প্রথম প্রতিজ্ঞা তিনি আজীবন অতি সুন্দরভাবে প্রতি-

পালন করিয়া গিয়াছেন। সুদীর্ঘ ৯১ বৎসর বয়সের ভিতর কখনও কাহারও প্রতি কোনও প্রকার রুক্ষ অভদ্রোচিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যেক বিষয় নিজের মনে বিচার করিতে লাগিলেন। হুজুগে মাতিয়া তিনি কখনও কোনও বিষয়ে অগ্রসর হইতেন না। প্রত্যেক বিষয়ের মূলকারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার ফলাফল বিচার ক্রমে তিনি তাহা গ্রহণ অথবা পরিবর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তৎকালে বোম্বের পার্শী সমাজের ভিতর মদ্যপানের প্রথা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। স্কুলের ছাত্রগণ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতে কিছুমাত্র ঘৃণা বা লজ্জা-বোধ করিতেন না। নিজের ইচ্ছায়ই হউক বা কুসংসর্গ দোষেই হউক, দাদাভাই নওরোজী বাল্যাবধিই কিছু কিছু মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাত্রে ভোজনের পূর্ব্বে তিনি সর্ব্বদাই কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিতেন। একদিন তাহার ঘরে মদ না থাকায় তিনি নিকটস্থ এক শুঁড়ির দোকানে মদ খাইতে গিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলেন সেখানে কতকগুলি ছোটলোক অতিরিক্ত

মাত্রায় মদ্যপান করিয়া ভয়ানক মাতাল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নেশার ঝোঁকে গালাগালি মারামারি ও নানা প্রকার অশ্লীল কাণ্ডের অভিনয় করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি মদ্যপানের বিষময় ফল উপলব্ধি করতঃ নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং নিজেও না বুঝিয়া এই কুরীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া বিশেষভাবে অনুতপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি সেইদিন সেই শৌণ্ডিকালয়ে ক্রীত মদ্যপাত্র তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জীবনে আর কখনও মদ্য স্পর্শ করিবেন না। বাল্যকালের এই কঠোর প্রতিজ্ঞা তিনি আজীবন কিরূপ একনিষ্ঠতার সহিত প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার বিলাত প্রবাসকালে যখন বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে বড় বড় লোকের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন বা সান্ধ্যসমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রদত্ত বিয়ার গ্লাস সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করিতেন, তখন সকলে অবাক হইয়া যাইত। বড় বড় লোকের বিশেষ অনুরোধ এবং অশেষ পীড়াপীড়িতেও তাঁহার প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য অনেক বিষয়েও এই সময় হইতেই চরিত্রবল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

নওরোজীর উচ্চশিক্ষালাভ।

মাতৃভাষা ও ইংরেজী স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিয়া দাদাভাই নওরোজী এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এখানেও তাঁহার যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়াছিল, কারণ কলেজের ছাত্রদিগকে কোনও প্রকার বেতন দিতে হইত না; অধিকন্তু তাহাদের যোগ্যতানুসারে বৃত্তি পাওয়ার নিয়ম ছিল। দাদাভাই নওরোজী ইংরেজী স্কুলের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করায় এবং কলেজে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করায় একটী বৃত্তি লাভ করিলেন। কাজে কাজেই তাঁহার পারিবারিক অবস্থা নিতান্ত সচ্ছল না হইলেও পড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইল না। বর্ত্তমান সময়ে যেমন খাওয়া দাওয়া থাকা বসা এমন কি ক্রীড়া কৌতুকে পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক অনাবশ্যক ব্যয়ের নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় দরিদ্র শিক্ষার্থীদিগের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার প্রায় রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তৎকালে তেমন ব্যবস্থা থাকিলে নওরোজীর উচ্চশিক্ষা লাভ যে সত্য সত্যই সুদূরপরাহত

হইত তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার সদাশয় মাতুল মহাশয় তাঁহাকে আবশ্যক মত সাধ্যানুসারে সহায়তা করিতেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমান কালের ন্যায় অনাবশ্যক অসীম ব্যয় বহন করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল কিনা সন্দেহ। যাহা হউক অতি অল্পদিনের মধ্যেই নওরোজীর প্রতিপত্তি এল্‌ফিন্‌-ষ্টোন কলেজেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি একজন উন্নতিশীল তেজস্বী যুবক বলিয়া পরিচিত হইলেন। কলেজের অধ্যাপকগণ তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলেন। ছাত্র মহলে তিনি এমন সুনাম অর্জ্জন করিলেন যে তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইলেন। কলেজের নিয়মিত পাঠাভ্যাস ও গবেষণাদি ব্যতীতও তিনি নানাভাবের নানা পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। ফারদশী প্রণীত সাহনামা নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ তিনি ইতঃপূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি জোরাষ্ট্রী-য়ানের কর্ত্তব্য (Duties of Zorastrians) নামক বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করেন। এত বড় পুস্তক তিনি এমন মনো-যোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন যে বিশুদ্ধ ভাব, বিশুদ্ধ ভাষা ও বিশুদ্ধ ঘটনাবলী তাঁহার জীবনে বিশেষ কার্য্য-কারী হইয়াছিল। কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে তিনি ইংরেজী

সাহিত্যকেই সমধিক সমাদর করিতেন। পাঠশালা পরিত্যাগের পর হইতে বরাবর ইংরেজ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া আসাতেই বোধ হয় ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাঁহার মনের ভাব অজ্ঞাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠ্যের নির্দ্দিষ্ট সাহিত্য পুস্তক ভিন্ন তিনি অনেক ভাল ভাল ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ওয়াট্ সাহেব প্রণীত "মনের উন্নতি" নামক গ্রন্থখানাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকখানা তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং এমন মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন যে তাঁহার নিজের ইংরেজী ভাষা এবং স্বকীয় ইংরেজী রচনা প্রণালী ঠিক তদনুরূপই হইয়া পড়িয়াছিল।

উচ্চশিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিন্তাশক্তিও ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রধাবিত হইয়া নানা বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল। শৈশবে শিক্ষার প্রারম্ভ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ব্যয়সাধ্য উচ্চশিক্ষালাভ করা পর্য্যন্ত বরাবর তিনি গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করায় এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুধাবনা করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের কষ্টপ্রদত্ত খাজনা বা ট্যাক্স হইতে এই

সমস্ত স্কুল কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; কাজে কাজেই তিনি তাঁহার শিক্ষার জন্য প্রজা সাধারণের নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। যাঁহারা নিজে অনাহারে থাকিয়া রীতিমত উচ্চহারে খাজানা আদায় করতঃ গভর্ণমেণ্টের এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, মানুষ মাত্রেরই তাঁহাদের মঙ্গল সাধনে আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সিদ্ধান্ত তাঁহার হৃদয়ে ক্রমেই এমন বদ্ধমূল হইয়া পড়িল যে তিনি শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল সাধনের জন্য যখন তাঁহার প্রাণ অলক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল তখন তিনি এ সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য পাঠ করিতে লাগিলেন। দাসব্যবসা সম্বন্ধে ক্লার্ক্‌সন সাহেবের সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য ও পরোপকারী হাওয়ার্ডের জীবন চরিত তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি এই দুইখানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। এই অমূল্য গ্রন্থ দুইখানা তাঁহার কোমল কৃতজ্ঞ হৃদয়ের উপর এমন সুন্দর অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিল যে তিনি তখন হইতেই পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া লোকসেবা ও দেশসেবায়

স্বার্থশূন্য কঠোর কর্ত্তব্য স্বেচ্ছায় মস্তকে বরণ করিয়া লইলেন।

বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব।

দাদাভাই নওরোজী যখন এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে প্রমোশন পাইয়া সর্ব্ববিষয়েই তেজস্বিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অধ্যাপকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছিলেন তখন বোম্বের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি সার আরস্কিন্ প্যারী একদিন কলেজ পরিদর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হন। তিনি একজন সদাশয় ব্যক্তি। ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া কেবল দেশে সুশাসন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সুশিক্ষা বিস্তার দ্বারা দেশবাসীর জ্ঞান পরিবর্দ্ধনের প্রতিও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি তখন বোম্বে শিক্ষা সমিতির সভাপতি ছিলেন। কলেজ পরিদর্শন কালে তিনি নওরোজীর শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্রগুণে সবিশেষ মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি তাঁহার যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতায় এমন প্রীতিলাভ করিলেন যে তাঁহাকে বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই বহু ব্যয়সাধ্য অধ্যয়নের খরচ বহন করা নওরোজীর পক্ষে

সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া তিনি স্বেচ্ছায় পার্শী অধিনায়কদিগকে জ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহারা সকলে মিলিয়া নওরোজীর ব্যারিষ্টারী পড়ার অর্দ্ধেক খরচ বহন করিলে তিনি নিজে বাকী অর্দ্ধেক বহন করিবেন। এই প্রস্তাব শুনিয়া দাদাভাই নওরোজী উৎসাহে আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার লীলা নিকেতন ইংলণ্ড দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নওরোজীর বরাবরই ছিল। কিন্তু এত বড় ব্যয়সাধ্য ব্যাপারের খরচ সংকুলান করা তাঁহার মত দরিদ্রের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব মনে করিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনও চেষ্টাই করেন নাই। স্বদেশে থাকিয়া যথাসম্ভব উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া নিজের শক্তিতে বিলাত যাইবেন বলিয়া মনে মনে কল্পনা করিতেন। কিন্তু তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। তখন হঠাৎ স্যার প্যারীর প্রস্তাবে তিনি এমন উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। পার্শী সমাজ হইতে অর্দ্ধেক খরচের সংস্থান হইলে স্যার প্যারী অবশিষ্ট অর্দ্ধেক বহন করিতে প্রস্তুত আছেন, এই সুসংবাদ তিনি বড় বড় ধনী পার্শীগণের নিকট ব্যক্ত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু

তাহার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত ফলিল। দাদাভাই নওরোজী বিলাত যাইতেছেন বলিয়া সহরময় এক আন্দোলন আরম্ভ হইল। আজকাল যেমন প্রতি পল্লীতে, এমন কি প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারে দুই একজন বিলাত প্রত্যাগত লোকের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তেমন ছিল না। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইউরোপের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার সুযোগ ও সাহস অতি অল্প-লোকেরই হইত। সমস্ত বোম্বে সহরের ভিতর ইউরোপ প্রত্যাগতের সংখ্যা দুই একজনের বেশী ছিল না। কাজে কাজেই এই প্রস্তাবে সকলেই বিশেষ চমৎকৃত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। পার্শী দলাধিপতিগণ খরচ বহন করা সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই বিলাত যাওয়ার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। দশের কাজে মতদ্বৈধ সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু এই হতভাগ্য ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও তজ্জন্য প্রকৃত কার্য্য পণ্ড হইতে দেখা যায় না। এখানে মতানৈক্য যেমন অনিবার্য্য, মতানৈক্য উপস্থিত হইলে কার্য্যহানিও তেমনই অবশ্যম্ভাবী। কাজেকাজেই দশের চেষ্টায় কোনও সদনুষ্ঠানের সম্ভাবনা এদেশে প্রায় অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা নিজের পায়

দাঁড়াইয়া কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছেন। আর যাঁহারা পরমুখাপেক্ষী, অন্যের ভিত্তিহীন ক্ষণস্থায়ী মতামতের উপর যাঁহাদের সংকল্পের সফলতা সর্ব্বদা নির্ভর করে, তাঁহারা কেবল বিফল মনোরথ হইয়াছেন এমন নহে,—পরন্তু দশের চক্ষে হেয় অপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। পার্শী নেতাগণের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিলেন যে বিলাতে গিয়া বালক নওরোজী তথাকার মিশনারী সাহেবদের কুহকে পড়িয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। কেবল তাহাই নহে, বিলাতি বিলাসে মাতোয়ারা হইয়া দেশীয় রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহেবী ঢংএ চলাফেরা করতঃ দেশবাসীদিগকে ঘৃণা করিবে। তাঁহাদের এরূপ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। ইতঃপূর্ব্বে বোম্বের যে দুই একজন লোক বিলাতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ স্বদেশী চালচলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরামাত্রায় সাহেব সাজিয়া সকলের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তখন পার্শীগণ নিতান্ত গোড়া—রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় চিরন্তন রীতি-পদ্ধতি পরিত্যাগ করা সাংঘাতিক পাপ ও

অপমানকর বলিয়া মনে করিতেন। মুখে প্রকাশ না করিলেও খ্রীষ্টানদিগকে তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কাজেকাজেই নওরোজীর বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে ঘোরতর বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। সর্ব্বত্র যেমন একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা ঈর্ষাপরতানিবন্ধন নিজের স্বার্থ অস্বার্থ না থাকিলেও পরের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াই আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করে, বোম্বে নগরেও তৎকালে তেমন লোকের অভাব ছিল না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাপুরুষগণ সাত পাঁচ নানাকথা বলিয়া ও অনর্থক মিথ্যা গুজব রটনা করিয়া বিলাত যাওয়ার বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ব্যাপার লইয়া দলাধিপতিগণের মধ্যে এমন বাদানুবাদ আরম্ভ হইল যে বিশেষ কোনও অনর্থ সংঘটিত হইবে আশঙ্কা করিয়া নওরোজী স্বেচ্ছায় বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন। যদিও তিনি ইহার পর বহুদিন বিলাত বাস করিয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি সার প্যারীর প্রস্তাবিত ব্যারিষ্টারী পড়া না হওয়ায় তাঁহার মনে বরাবরই একটা অশান্তি অলক্ষ্যে পীড়া দিয়া আসিতেছিল। এই সমস্ত ব্যাপারের বহুদিন পরে নও-

রোজী যখন বিলাতের ভারতসভার সভ্যরূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তখন একদিন সভাগৃহে সার প্যারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্যারী নিজেও তখন ভারত সভার সভ্য ছিলেন। তিনি নানাকথা প্রসঙ্গের পর নওরোজীকে অতি আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন,—"আপনার আইনপড়া সম্বন্ধে আমি যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় তৎকালে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলাম; কিন্তু এখন আপনার কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহা ভালর জন্যই হইয়াছিল। কারণ আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে ব্যারিষ্টার হইয়া আপনি দেশের যে পরিমাণ কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেন এখন তাহার শতগুণ বেশী করিতেছেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিক্ষকতা।

বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব পরিত্যাগ বা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হওয়ায় দাদাভাই নওরোজী বিশেষ বিমর্ষ হইয়াছিলেন; কিন্তু কোনও বিষয়েই উৎসাহশূন্য হইয়া হতাশ হওয়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। তিনি শৈশবাবধিই কঠোর অধ্যবসায়ী ও অত্যন্ত আস্থাবান্ ছিলেন। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া কখনও বিরত হইতেন না। সামাজিক গোলমালের আশঙ্কায় তিনি প্রস্তাবটী স্থগিত করিলেন বটে, কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। নিজের শক্তিতে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দাদাভাই নওরোজী কলেজের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর হইয়াছিল। এই অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষার দিক্ পরিত্যাগ করিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু পারিবারিক অসচ্ছলতার দরুণ

বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি একটী ভাল চাকরী পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন যে লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে ভাল চাকরী পাওয়ার কোনও সম্বন্ধ নাই। এ ক্ষেত্রে যাহার মুরুব্বির জোর বেশী তাহার দাবিই অগ্রগণ্য। সামান্য অবস্থাশালী এক মাতুল ভিন্ন দাদাভাই নওরোজীর অন্য সাহায্যকারী ছিল না, কাজেকাজেই তাঁহাকে পদে পদে পরাঙ্মুখ হইতে হইল। শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক মহাশয় নওরোজীকে চিনিতেন। তিনি অবশেষে চেষ্টা চিন্তা করিয়া গভর্ণমেণ্টের আফিসে নওরোজীর জন্য একটী কেরাণীগিরি কাজ যোগাড় করিলেন। নওরোজী অনর্থক বেকার বসিয়া থাকার সময় হঠাৎ এই উপকারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। কিন্তু নানা অনিবার্য্য কারণে তিনি এই চাকরী গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এখন প্রতীয়মান হইতেছে যে ইহা নিতান্ত মঙ্গলের জন্যই হইয়াছিল। কেরাণী সাজিয়া গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে রাতদিন বাঁধা কাজ করিতে থাকিলে আজ তাঁহার নাম এমন পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইত না।

কেরাণীগিরি কাজ প্রত্যাখ্যান করায় তাঁহার অনেক

বন্ধুবান্ধব বিরক্ত হইলেন, কেহ কেহ কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেও ক্রুটী করিলেন না। দাদাভাই নওরোজী কোনও কথায় প্রতিবাদ না করিয়া নিজের চেষ্টা নিজেই করিতে লাগিলেন। এই সময় হঠাৎ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বিদ্যালয়ের প্রধান সহকারী শিক্ষকের পদ খালি হইল। এখানে তাঁহার ক্ষমতার বিষয় কর্ত্তৃ-পক্ষগণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন, কাজেকাজেই প্রায় অনায়াসেই তিনি সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষক স্বরূপে তিনি শিক্ষাদান কার্য্যে এমন অসাধারণ ক্ষমতা ও আশ্চর্য্য একনিষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বত্র তাঁহার সুনাম বিঘোষিত হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার কার্য্যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে দাদাভাই নওরোজী আরও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলেজ বিভাগে গণিত ও পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনা করিবার জন্য একজন যোগ্যব্যক্তির আবশ্যক হইল। এই দুই বিষয়ে দাদাভাই নওরোজীর যে যথেষ্ট অধিকার আছে তাহা কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি শিক্ষাদান সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই এমন প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন যে

তাঁহারা ঐ পদের জন্য নূতন লোক না আনিয়া তাঁহাকেই নিযুক্ত করিলেন। স্কুল বিভাগের সহকারী শিক্ষক হইতে এত অল্প সময়ের ভিতর একবারে কলেজ বিভাগের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হওয়া কম গৌরবের কথা নহে। নূতন পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দাদাভাই নওরোজী নবীন উৎসাহে শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এখানেও তাঁহার ক্ষমতা অল্প সময়ের ভিতরই বিকশিত হইয়া পড়িল। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল হইতে কোনও অংশেই কম ক্ষমতাশালী নহেন। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত তখন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি কেবল জ্ঞানবৃদ্ধ নহেন বয়োবৃদ্ধও হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত মহাত্মা পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপদের জন্যও একজন বিশেষ বিজ্ঞলোকের আবশ্যক হয়। কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নও-রোজীর চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী লোক কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে একদল লোক পূর্ব্বাবধিই নওরোজীর নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এখন অন্যদলের লোকেরাও সেই প্রস্তাবই অনুমোদন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে দাদাভাই নওরোজী প্রিন্সিপালের পদে

প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত কোনও ভারতবাসী তাহার প্রিন্সিপাল হইতে পারেন নাই, বিশেষতঃ বিলাতের অতি উচ্চশিক্ষিত সদাশয় মহাত্মাগণ বরাবর উক্ত পদে কার্য্য করিয়া আসায় প্রিন্সিপালের পদ বাস্তবিকই বিশেষ গৌরবজনক হইয়া উঠিয়াছিল। দাদাভাই নওরোজী এই গৌরবময় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিলেন। এই সময় দাদাভাইর বয়স মাত্র ২৯ ঊনত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। এমন অল্প বয়সে এরূপ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি বিন্দুমাত্রও আত্মবিস্মৃত হন নাই; পরন্তু যথেষ্ট ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের সহিত কলেজের প্রত্যেক কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবহারে কেবল শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কগণই নহেন, স্কুলের প্রত্যেক ছাত্র পর্য্যন্ত বিশেষ সন্তোষলাভ করিল। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা, অতুল চরিত্র-সম্পদ, সুন্দর শিক্ষা-দান প্রণালী ও সময়োপযোগী সুশৃঙ্খলা দেখিয়া কেহই তাঁহাকে পূর্ব্বতন প্রিন্সিপাল হইতে কোনও অংশে হীন বা অযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। সকলেই তাঁহাকে প্রাণের সহিত প্রশংসা করিলেন। এত বড় উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ কাজে ভারতবাসীর যোগ্যতা সম্বন্ধে এতদিন

যাঁহারা সন্দেহ পোষণ করিতেছিলেন নওরোজীর কার্য্যে তাহা সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল। কিন্তু এই উচ্চপদে তিনি অধিক সময় কার্য্য করিতে পারিলেন না; মাত্র দুই বৎসর কাল অধ্যাপনার পর তিনি স্বেচ্ছায় ঐ পদ পরিত্যাগ করিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সার প্যারীর প্রস্তাব মতে বিলাত যাওয়া না হওয়ায় নওরোজীর মনে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছিল। সামাজিক কারণে তিনি সে সময় সেই প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন নাই। সর্ব্বদাই এ বিষয়ে নিজ মনে আন্দোলন করিয়া ভিতরে ভিতরে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। এই সময় হঠাৎ এক সুযোগ উপস্থিত হইয়া তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের সোপান করিয়া দিল। বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী মিষ্টার কামা লণ্ডন সহরে কামা কোম্পানীর এক শাখা স্থাপন করিয়া প্রাচ্য শিল্পকলা ও ভারতীয় সর্ব্ববিধ মাল মসল্লার এক বিস্তৃত কারবার খুলিতে মনস্থ করেন। তিনি এই কার্য্যের তত্ত্বাবধান করার জন্য একজন শিক্ষিত চরিত্রবান লোক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কামা পরিবারের একটী ছেলে নওরোজীর সঙ্গে একত্র কলেজে পড়িতেন। নওরোজীর

শিক্ষা দীক্ষা ও চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া ঐ ছেলেটী নওরোজীর সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন। কলেজে পড়ার সময় হইতে নওরোজী ঐ ছাত্রটীর সঙ্গে কামাদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। সে সম্পর্কে কামা পরিবারের সকলের সঙ্গেই তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যবিন্যাস প্রণালী ও সুরুচি সঙ্গত আচারব্যবহারে সুখী হইয়া মিষ্টার কামা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন; তিনি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে যথোপযুক্ত সুযোগ পাইলে মিষ্টার নওরোজী ব্যবসা ক্ষেত্রেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে বিলাতে তাঁহার ব্যবসার এক শাখা স্থাপনের সংকল্পের কথা উল্লেখ করিয়া একজন সচ্চরিত্র বিশ্বাসী লোক দেওয়ার জন্য নওরোজীকে অনুরোধ করিলেন। দাদাভাই নওরোজী নিজেই এমন কার্য্যে যাইতে বিশেষ লালায়িত বলিয়া প্রকাশ করিলেন। মিষ্টার কামা তাহাতে বিশেষ প্রীত হইলেন। সুদূর লণ্ডনে গিয়া ব্যবসা করিবার জন্য তিনি তাঁহার মত এমন উচ্চশিক্ষিত কৃতী লোক পাইবেন বলিয়া আশাই করেন নাই। কাজে কাজেই তিনি দ্বিধামাত্র না করিয়া নওরোজীকে কোম্পানীর অংশীদার রূপে বিলাত পাঠান স্থির করিলেন।

নওরোজীও ইহাতে সুখী হইলেন। কারণ এরূপ ব্যবসায়ে লাভক্ষতি সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, পতনোম্মুখ প্রাচ্য শিল্পকলা সমূহ সভ্য জগতের চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পুনরায় বাঁচাইয়া তুলার চেষ্টা করা যাইবে ইহাই তিনি যথেষ্ট আর্হ বলিয়া মনে করিলেন। যে প্রিন্সিপালের পদ লাভ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন বিলাত যাওয়ার জন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্রও কুন্ঠিত হইলেন না। এবারও পার্শীনেতৃগণ বিরুদ্ধ আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবার তাঁহাদের নিকট হইতে কোনও প্রকার সহায়তার আবশ্যক না থাকায় নওরোজী তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না; বিশেষতঃ বোম্বের সর্ব্বপ্রধান ধনী ব্যবসায়ী মিস্টার কামা এবার তাঁহার পৃষ্ঠপোষক; কামার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া সফলতা লাভের আশা প্রায় কেহই করিত না; কাজে কাজেই তাঁহারা কিছু সময় সভাসমিতি করিয়া নীরব হইয়া গেলেন। দাদাভাই নওরোজী কামা কোম্পানীর অংশীদার রূপে বিলাতে কারবার খুলিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

দশের কাজ।

নওরোজী দশ বৎসর কাল শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে কত প্রকার লোকহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময়ে তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। অধ্যাপকরূপে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজে প্রবেশ করিয়াই তিনি প্রিন্সিপাল পেটনের সাহচর্য্যে এক ছাত্র-সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির নাম "ষ্টুডেণ্ট্‌স্ লিটারারী এণ্ড্ সাইণ্টিফিক্ সোসাইটী"। ছাত্রদিগের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার সম্প্রসারণ করাই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার ভিত্তি এমন দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত ও নিয়মাবলী এমন সুন্দরভাবে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল যে শত সহস্র বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়াও ইহা আজ পর্য্যন্ত আপন অস্তিত্ব সগৌরবে রক্ষা করতঃ বোম্বেবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। এই সমিতির মুখপত্র রূপে "ষ্টুডেণ্ট্‌স্ লিটারারী মিসেলেনী" নামে একখানা

মাসিক পত্রিকা বাহির হইত। দাদাভাই নওরোজী এই পত্রিকার প্রধান লেখক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি স্থানে স্থানে ঘুরিয়া ছাত্রমহলে ইহা বিতরণ করিতেন। গুজরাঠী ও মারাঠী ভাষায় শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার নিমিত্ত তিনি স্থানে স্থানে ছাত্র সমিতির শাখা স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত শাখা সমিতিতে উপস্থিত হইয়া তিনি সময় সময় নানা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় এই সমিতি দ্বারা বোম্বে নগরের যে কত শুভানুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যে স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে বোম্বেবাসী আজ ভারতের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহার সূত্রপাতও নও-রোজীর এই ক্ষুদ্র ছাত্রসমিতি হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে ছাত্রসমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে মিষ্টার বারমজি গান্ধি নামক এক স্বনামধন্য মহাপুরুষ স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে একখানি উদ্দীপনাময় সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সভার সভা-পতি মিষ্টার পেটন অশিক্ষিত ভারতনারীর দুরবস্থার কথা বরাবরই চিন্তা করিতেন। তদুপরি গান্ধির বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ বিচলিত হইলেন। তিনি বুদ্ধিমান লোক

ছিলেন। সভ্যগণের মনের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার ইহাই একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিলেন না; সভাপতির অভিভাষণের সময় তিনি সভ্যগণকে এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতাও এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার জন্য উপস্থিত সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু হায়! সভার প্রস্তাব, সভার প্রতিজ্ঞা, বাড়ী আসার পূর্ব্বেই বিস্মৃত হওয়া, কেবল বাঙ্গালী চরিত্রের নহে, ভারতবাসী প্রায় সকলের চরিত্রেরই ইহা এক বিশেষ বিশেষত্ব। এ ক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, কার্য্যকালে অতি অল্প সংখ্যক লোকই এ ব্যাপারে নওরোজীর সহায়তা করিয়াছিলেন। যাহা হউক নওরোজী তাহাতে বিন্দুমাত্রও হতোৎসাহ হইলেন না, তিনি তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহায়তায় দেশের ভিতর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। এ বিষয়েও বোম্বের রক্ষণশীল প্রাচীন পার্শী নেতৃবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু নওরোজী বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব স্থগিত রাখার ন্যায় এবার আর নেতৃবর্গের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তিনি সসম্মানে

তাঁহাদের যাবতীয় অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মতে কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাত্রদিন পরিশ্রম করিয়া তিনি বোম্বে নগরের স্থানে স্থানে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। মাহিনা দিয়া ঐ সমস্ত স্কুলের জন্য শিক্ষক রাখিবার সামর্থ্য না থাকায় নওরোজী ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু অবসর সময় বিনা বেতনে তাহাতে পড়াইতে লাগিলেন। ক্রমেই ছাত্রী সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সহরবাসী অনেক ধনী শিক্ষিত লোকেরা এই সমস্ত স্কুলের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া কিছু কিছু সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে এই সমস্ত স্কুল দেশবাসীর ও গভর্ণমেণ্টের সহায়তা লাভ করতঃ ক্রমে ক্রমে পার্শী ও মারাঠী বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া ছাত্রসমিতির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতে লাগিল। নওরোজীর প্রতিষ্ঠিত মারাঠী বিদ্যালয়টী এখনও বর্ত্তমান আছে। এখনও ইহা নিরপেক্ষভাবে বালিকাদিগের মধ্যে সুশিক্ষা বিতরণ করিয়া ছাত্রসমিতি ও তৎসঙ্গে নওরোজীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

কেবল স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারেই নহে, যাবতীয় সংস্কার ও জাতীয় উন্নতিমূলক কার্য্যেই নওরোজী সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেন

তাহাতে কেবল মৌখিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াই বিরত থাকিতেন না, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তিনি এই সময়ের মধ্যে যে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বোম্বে এসোসিয়েসন, ফ্রেমজি বিষ্ঠালয়, ইরাণী ফাণ্ড, পার্শী ব্যায়ামাগার, বিধবা-বিবাহ-সমিতি এবং ভিক্টোরিয়া এলবার্ট যাহুখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রক্ষণশীল প্রাচীন নেতৃবর্গের অর্থহীন গোড়ামী তাঁহাকে প্রত্যেক ব্যাপারে বিশেষভাবে বিব্রত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া সমস্ত কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। একটা অধঃপতিত জাতিকে উন্নত করিতে হইলে যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক তিনি তাহা ক্রমে ক্রমে যোগাড় করিতে লাগিলেন। তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে একটা জাতিকে প্রকৃত সভ্যজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইলে বাজে গোড়ামী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাজটাকে কালানুসারে সুসংস্কৃত করিতেই হইবে। বিগত সভ্যতা ও হৃত ব্যয়িত ধন দৌলতের অসার বক্তৃতা দ্বারা সভ্যসমাজে স্থানলাভ করা সুকঠিন। এই সমস্ত কথা বিচার করিয়া তিনি বহুবিধ সামাজিক আন্দোলনেও যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে দাদাভাই নওরোজী "রাস্তগফ্‌তর" বা "সত্যবাদী" নামে গুজরাঠী ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় শিক্ষিত যুবক-গণের নূতন নূতন উচ্চ অভিমত সমূহ প্রকাশিত হইত। বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও জননায়ক মহাত্মা নাওরোজী ফারডুন্‌জি, জাহাঙ্গীর বারজুরজী ওয়াচা ও এস্ এস্, বেঙ্গলী এই কাগজের নিয়মিত লেখক ছিলেন। সুতরাং পত্রিকা-খানা যে খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। দাদাভাই নওরোজী নিজেও ইহাতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিতেন। প্রথমাবস্থায় তিনি কিঞ্চিৎ পরোক্ষে থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন, কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় সম্পাদকের অভাব হওয়ায় তিনিই বাধ্য হইয়া সেই পদ গ্রহণ করিলেন। তৎকালে এই পত্রিকাখানা এমন আদৃত হইয়া উঠিয়াছিল যে এত অল্প বয়সে তাহার সম্পাদকত্ব লাভ নওরোজীর পক্ষেও বিশেষ গৌরবের বিষয় হইয়াছিল। জীবনের এই মূল্যবান দশ বৎসর কাল তিনি এবম্বিধ নানাকার্য্যে ব্যয় করিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতযাত্রা করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

লণ্ডনে নওরোজী।

লণ্ডনে পৌঁছিয়া নওরোজী নিজের কাজে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি অবিরাম পরিশ্রম করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লণ্ডন সহরে কামা কোম্পানীর নামে ভারতীয় পণ্যের এক বিরাট কারবার আরম্ভ করিলেন। সম্পূর্ণ নূতন স্থানে নূতন পণ্যের বিস্তৃত ব্যবসা আরম্ভ করা কম কঠিন নহে। প্রতি পদে নিত্য নূতন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে বিব্রত করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই উৎসাহশূন্য হইলেন না। রাত্রদিন খাটিয়া সমস্ত বিষয় ঠিক করিয়া লইলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যেই লণ্ডন সহরে কামা কোম্পানী বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

কোম্পানীর কাজ সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইলে পর দাদাভাই নওরোজী দেশের কাজেও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিলাতে গিয়া ইণ্ডিয়ান্ সিভিল্ সার্ভিসে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক

গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া এই পদের জন্য লোক মনোনীত করিতেন। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নিয়ম হইল যে বিলাতে এক পরীক্ষা লওয়া হইবে,—সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্য হইতে আবশ্যক মত লোক ঐ পদের জন্য নেওয়া হইবে। এই নূতন ব্যবস্থায় ভারতবাসিগণ সুখী হইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ প্রথম বৎসরেই এমন এক গণ্ডগোল আরম্ভ হইল যে নূতন আইনের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে কাহারও বিলম্ব হইল না।

আর্, এইচ্, ওয়াডিয়া নামক একটী পার্শী ছাত্র সেই বৎসর বিলাতে গিয়া সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তাঁহার বয়স কিঞ্চিৎ বেশী বলিয়া কমিশনারগণ তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন। মিষ্টার ওয়াডিয়া ঐ সুদূর বিদেশে নিরুপায় হইয়া অনেকের নিকট ঘুরাঘুরি করিলেন, কিন্তু কোনও সুফল পাওয়ার লক্ষণ দেখিলেন না। দাদাভাই নওরোজী এই উদ্যমশীল স্বদেশী ও স্বজাতীয় যুবকের সহায়তার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হইলেন। তিনি জন্ ব্রাইট্ নামক জনৈক সদাশয় ইংরাজের সহায়তায় এ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। যুক্তিতর্ক সহকারে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে,

বয়সের পরিমাণ যে রকম কম করা হইয়াছে তাহাতে এত দূরদেশ হইতে আসিয়া বিলাতের ছাত্রদিগকে প্রতি-যোগিতায় পরাস্ত করা ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সুতরাং ভারতবাসীর জন্য বয়সের পরিমাণ কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত করা হউক। তিনি অনেক অনুরোধ উপরোধ করিলেন বটে, কিন্তু সমস্তই অরণ্যে রোদনের ন্যায় ব্যর্থ হইল। কমিশনারগণের ধনুর্ভঙ্গ পণ কিছুতেই ভাঙ্গিল না। আন্দোলনে অকৃতকার্য্য হইয়া দাদাভাই নওরোজী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে আন্দোলন ছাড়িলেন না। তিনি এই সিভিল্ সার্ভিসের ব্যাপারটাকে আরও বিস্তৃতাকারে গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে লণ্ডন সহরে এই পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইলে ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে নিতান্ত অসুবিধা হইবে। কারণ জাতিনাশের আশঙ্কায় অনেক রক্ষণশীল গোড়া ভারতবাসী বিলাতে আসিয়া এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। আর যাঁহারা উপস্থিত হইবেন তাঁহাদের পক্ষেও নির্দ্দিষ্ট এত কম বয়সের ভিতর এত দূরে আসিয়া এ দেশীয় ছাত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব হইবে। কাজে কাজেই পরীক্ষার এক কেন্দ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত

আবশ্যক। বিলাতে ও ভারতে একই সময় একই প্রশ্নপত্র দ্বারা উক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য তিনি সভার সহিত অনেক লেখালেখি করিলেন। তাঁহার যুক্তিগুলি এমন সুন্দর ও ভাবব্যঞ্জক হইয়াছিল যে তাহা পাঠ করিয়া সভার চারিজন সভ্য তাঁহার মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাঁহার বিপক্ষে থাকায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

দাদাভাই নওরোজীর স্বভাব ছিল যে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতে পারিতেন তাহাতে বার বার অকৃতকার্য্য হইলেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। উপযুক্ত রূপ চেষ্টা করা হয় নাই বলিয়া মনকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাতে রত হইতেন। এই সিভিল্ সার্ভিসের ব্যাপারেও তিনি আজীবন কেবল অকৃতকার্য্য হইয়াই গিয়াছেন, তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আন্দোলন করিতে বিরত হন নাই।

বিলাতের জন সাধারণ ও রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত কিছুদিন মেলামিশা করিয়াই দাদাভাই নওরোজী উপলব্ধি করিলেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি কম। ভারতের শাসন-সংরক্ষণ ও ভারতীয় প্রজার দুঃখ-দৈন্য

সম্বন্ধে তাঁহারা প্রায় কোনও খবর রাখেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লণ্ডনস্থ ভারতের প্রতিনিধি মহাশয় বৎসরের শেষ ভাগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত শান্তি ও সুশাসনের বিবরণ পাঠ করেন তাহাতেই সকলে আনন্দের সহিত করতালি প্রদান পূর্ব্বক কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া কোনও বিষয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রায় কাহারও নাই; ভারতীয় প্রজা সুখ সুবিধায় দিন কর্ত্তন করতঃ চিরশান্তি উপভোগ করিতেছে এই তাঁহাদের ধারণা। এই অবস্থা দেখিয়া দাদাভাই নওরোজী বিশেষ দুঃখিত হইলেন, কিন্তু হতাশ হইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ভারতের অবস্থা ব্যবস্থার প্রতি বিলাতের লোকের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারিলে কোনও আন্দোলনেই ফললাভ করা যাইবে না। কাজে কাজেই তাঁহাদের নিকট ভারতের প্রকৃত অবস্থা, দুঃখ দৈন্যের খাটী সত্য ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত তিনি মিষ্টার ডব্লিউ, সি, বানার্জ্জির সহায়তায় লণ্ডন ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি অসংখ্য কল্যাণকর চেষ্টায় কালা-তিপাত করতঃ শত সহস্র বাধা বিপত্তির ভিতরেও আজ

পর্য্যন্ত স্বীয় অস্তিত্ব বাঁচাইয়া আসিয়াছে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের কার্য্য কিছুদিন পরিচালনা করিয়া মিষ্টার নওরোজী বুঝিতে পারিলেন যে, কেবলমাত্র ভারতবাসী মিলিয়া ভারতের কথা আলোচনা করিলে তাহা পার্লিয়ামেণ্টের কর্ণগোচর হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়; এবং এরূপ আন্দোলনের উপর অতি অল্প লোকেরই আস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্যে আশু ফলাকাঙ্ক্ষা করিলে, আলোচনার ভিতর ভারতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ইংরাজদিগেরও অধিকার থাকা আবশ্যক; এই উদ্দেশ্যে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন্ নামে আর একটী সমিতি সংঘটন করেন। তাহাতে নির্দ্দিষ্ট চাঁদা দিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি সভ্য হইতে পারিতেন। মিষ্টার দাদাভাই নওরোজী এই সমিতির সদুদ্দেশ্যের বিষয় সকলের নিকট বর্ণনা করিয়া অসংখ্য সভ্য সংগ্রহ করিলেন। তাহাতে কেবল সমিতির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইল এমন নহে, প্রতিপত্তিও যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইল। সাদা কালর এই অপূর্ব্ব সমাবেশ সন্দর্শনে আশান্বিত হইয়া সকলেই তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নূতন সমিতি নবীন উদ্যমে নব নব

কার্য্যে রত হইতে লাগিল। এই দুই সমিতির প্রচেষ্টায় বিলাতের লোক, বিশেষতঃ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ ক্রমেই ভারতের অবস্থায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন।

শেষোক্ত সমিতির ব্যয় ভার পরিচালনের নিমিত্ত মিষ্টার নওরোজী ভারতেও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনার ফলে বরোদার গুইকোয়ার, সিন্ধিয়া হোলকার ও কচ্ছপ্রদেশের তৎকালীন অধিপতিগণ সন্তুষ্ট হইয়া আশাতিরিক্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও বহু রাজা মহারাজ এবং সাধারণ স্বদেশভক্ত ভারত-বাসী নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সহায়তা করেন। দাদা-ভাই নওরোজীর চেষ্টায় সমিতির মহৎ উদ্দেশ্যের কথা সর্ব্বত্র এমন পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, সকলেই তাঁহার কার্য্যের ফলাফল দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন্ হইতে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত; তাহাতে ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বের আলোচনা হইত। এই সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিলাতের জন সাধারণ ও গভর্ণ-মেণ্টের কর্ম্মচারিগণ ভারতের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। সার চার্লস্ ট্রেভেলিন্ ও সার বার্টলী ফ্রেরী

প্রভৃতি ভারতের অবসর প্রাপ্ত গভর্ণর ও বহু ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারী এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। তাঁহারা কেবল পত্রিকার চাঁদা আদায় করিয়াই সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না, পত্রিকাখানা বরাবর আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তদ্‌বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ আন্দোলন উত্থাপন করিতেন। দাদাভাই নওরোজী নিজে এই পত্রিকার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নানা রকম সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া সমিতির অধিবেশনে পাঠ করিতেন। ভারতের অবস্থা বিলাতের সর্ব্বসাধারণের কর্ণগোচর করিবার জন্য তিনি স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিতেন; কেবল তাহাই নহে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর নিকট পর্য্যন্ত তিনি ভারতের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বরাবর পত্র লেখালেখি করিতেন।

এই সমস্ত অসংখ্য দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভিতরও মিষ্টার নওরোজী কামা কোম্পানীর কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে কামার ব্যবসা দিন দিনই লণ্ডন সহরে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি নানা কারণে আর উক্ত কোম্পানীর সংস্রবে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় সদ্‌ভাবের সহিত তাহার সংস্রব পরিত্যাগ

করিয়া নিজের নামে পৃথক কারবার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এই ব্যবসায়ে তিনি লাভবান হইতে পারিলেন না। তাঁহার অতিরিক্ত সদাশয়তাই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। এই সময় তাঁহার একজন বন্ধু অর্থাভাবে নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। দাদা ভাই নওরোজী তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া এমনভাবে প্রতারিত হইলেন যে তাঁহার সমস্ত ব্যবসা ঋণের দায়ে বিক্রী হইয়া গেল। ব্যবসা নষ্ট হইলেও তাঁহার সাধুতায় মহাজনগণ এমন প্রীতিলাভ করিলেন যে তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিলেন। এই ব্যাপারে তিনি অসাধুতা অবলম্বন করিলে কেবল ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইতেন এমন নহে, যথেষ্ট লাভও করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে পথে একপদও অগ্রসর হইলেন না। সমস্ত দেনা পাওনার হিসাব মহাজনগণের সম্মুখে অকপটে উপস্থিত করিয়া দিলেন। মহাজনগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিলেন বটে, তথাপি তিনি সমস্ত কারবার বিক্রী করিয়াও ঋণের দায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিলেন না। যাহা হউক তিনি হিসাব পত্র মিটাইয়া কয়েকজন বন্ধুর নিকট হইতে কিছু কিছু ধার গ্রহণ করতঃ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

ব্যবসায় নষ্ট হওয়ার পর দাদাভাই নওরোজী আর অধিক সময় বিলাতে রহিলেন না। কিছুদিনের ভিতর তিনি সমস্ত দেনা পাওনা চুকাইয়া দিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি বোম্বে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার দেশহিতকর কার্য্যে বোম্বেবাসিগণ এমন প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা এক বৃহতী সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভি-নন্দন প্রদান করিলেন। এই সভায় তাঁহাকে সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ এক থলি মুদ্রা প্রদান করা হয়। দাদাভাই নওরোজী দেশবাসীর প্রদত্ত এই মুদ্রাগুলি প্রত্যাখ্যান না করিয়া স্নেহাশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু তিনি এই অর্থের এক কপর্দ্দকও নিজ কার্য্যে ব্যয় করিলেন না। সমস্ত দেশবাসীর হিতকর অনুষ্ঠানে দান করিয়াছিলেন।

উক্ত অভ্যর্থনা সভায় দাদাভাই নওরোজীর একখানা আলোক চিত্র তুলা হয়। ইহা সুন্দর ও স্থায়ীভাবে তৈলচিত্রে পরিণত করতঃ কোনও বিশেষ স্থানে সংরক্ষণ করিবার জন্য কিছু অর্থ ও সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু টাকার পরিমাণ কম বলিয়া সে সময় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। অবশেষে টাকাগুলি সুদে খাটিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইলে পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তদ্দারা একখানা

সুন্দর তৈল চিত্র প্রস্তুত করাইয়া ফ্রেইমজি কাওয়াসজি বিদ্যালয়ে রক্ষা করা হইয়াছে। এই চিত্রের আবরণ উন্মোচন সভায় মহামতি রানাডে সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি দাদাভাই নওরোজীর অসাধারণ দেশভক্তি ও একনিষ্ঠ সাধনা সম্বন্ধে অতি সুন্দর হৃদয়-স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন।

দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বদেশে আসিয়া মিষ্টার নওরোজী অধিক সময় অবস্থান করিতে পারিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বতন আন্দোলনের ফলে ভারতীয় রাজস্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট মহা সভা হইতে এই সময় এক কমিটী সংঘটিত হয়। রাজস্ব তত্ত্ববিদ মহাপণ্ডিত মিষ্টার ফসেট উক্ত কমিটীর সভাপতি নিয়োজিত হইয়াছিলেন. তাঁহার নামানুসারে এই কমিটীকে ফসেট কমিটী বলে। উক্ত কমিটীর সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য মিষ্টার নওরোজী পুনরায় বিলাত যাত্রা করিলেন। বিলাতে পোঁছিয়া তিনি কমিটীর সম্মুখে ভারতের চির-দুর্ভিক্ষ ও অতিরিক্ত খাজনা আদায় সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ উপস্থিত করেন। এই দুই বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল। কাজে কাজেই তাঁহার যুক্তি তর্কের অভাব হইল না। মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান কালে যখন তিনি

বলিলেন যে গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর বাৎসরিক আয় মাত্র ২০৲ কুড়ি টাকা তখন ভারতীয় ইংরাজ রাজপুরুষেরা কেবল বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, অত্যন্ত বিরক্তও হইলেন। এই ব্যাপার নিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক করিতে হইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভীত না হইয়া এ সম্বন্ধে অনেক সরকারী কাগজ পত্র দাখিল করতঃ নিজের মত সমর্থন করিলেন। নওরোজী চেষ্টার একশেষ করিলেন বটে, কিন্তু কমিশনারগণ তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দাদাভাই নওরোজী "ভারতে দুর্ভিক্ষ" (Poverty of India) নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি ভারতের রাজস্ব সম্পর্কীয় অনেক বিষয় প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিলাতের ও ভারতের প্রজা সাধারণ এই পুস্তকখানার বিশেষ সমাদর করায় উৎসাহিত হইয়া নওরোজী আরও সাত বৎসর কাল অবিরাম চেষ্টার পর আরও বহু প্রমাণ সংগ্রহ করতঃ সমস্ত এক সঙ্গে "ভারতের অবস্থা" নামে অভিহিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের প্রমাণ প্রয়োগগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া ও ব্যক্তিগত গবেষণার অভিজ্ঞতায় ভারতের তদানীন্তন রাজস্ব সচিব সার ই ব্যায়ারিং ও মহামতি লর্ড ক্রোমার

নওরোজীর অভিমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সরকারী তদন্তের ফলে প্রকাশ করেন যে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রত্যেক মানুষের আয় গড়ে বার্ষিক ২৭৲ সাতাইশ টাকা মাত্র।

নবম অধ্যায়।

বরোদারাজ্যে নওরোজীর দেওয়ানী পদলাভ।

ফসেট কমিটীর সম্মুখে নির্ভীক সাক্ষ্যদানের ফলে ভারতে তাঁহার সুনাম আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি একজন বিশেষ কৃতী রাজনীতি ও অর্থনীতিবিদ্ বলিয়া সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষতা ও সুনাম শ্রবণে বরোদারাজ্য হইতে তাঁহাকে দেওয়ানী পদের জন্য আহ্বান করা হইল। বরোদার অবস্থা তখন নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মূলহর রাও গুইকোয়ারের অবিচারে দেশে বিশেষ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিশৃঙ্খল রাজ্যে সুব্যবস্থা স্থাপনের নিমিত্ত একজন দক্ষ কর্ম্মচারীর আবশ্যক

হওয়ায় মিষ্টার নওরোজীকে তাহার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই কার্য্যের কঠোর দায়িত্ব চিন্তা করিয়া কথঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন বটে কিন্তু বলা বাহুল্য যে এরূপ উচ্চ অনুগ্রহ অযাচিতভাবে লাভ করিয়া সুখীও হইলেন।

চাকুরী পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বিলাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করিলেন। বরোদায় পৌঁছিয়া তিনি রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক তিনি হতোৎসাহ না হইয়া ধৈর্য্য সহকারে সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খল করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই কঠিন নীরস কার্য্যে তাঁহাকে প্রতিপদে প্রতিহত হইতে হইল। কারণ তথাকার ইংরাজ রাজদূত তাঁহাকে কিছুমাত্র সহায়তা করিলেন না। স্ব স্ব প্রধান উৎকোচ-বশবর্ত্তী রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ বিভাগে এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগকে সংযত ও সুব্যবস্থিত করা নওরোজীর পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। নওরোজী কিছুতেই তাঁহাদের নিকট হইতে যথোচিত কাজ আদায় করিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি নিরুপায় হইয়া বোম্বে হইতে কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী

আনাইয়া কার্য্যে কথঞ্চিৎ শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। এই কার্য্যে তিনি মাত্র দুই বৎসর ছিলেন। এই অল্প সময়ের ভিতর যথেষ্ট বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড সলিসবারি মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় প্রশংসা করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে; এ হেন ব্যক্তির নিঃস্বার্থ সংস্কারে সহায়তা না করায় তিনি তথাকার বৃটিশ রাজদূত কর্ণেল ফ্রেরী মহোদয়কে যথেষ্ট ভর্ৎসনাও করিয়াছিলেন।

মিষ্টার নওরোজী ও বোম্বে মিউনিসিপালিটী।

বরোদা রাজ্যের কার্য্যত্যাগ করিয়া মহাত্মা নওরোজী বোম্বে প্রত্যাগমন করেন। এবার তিনি স্বদেশে থাকিয়া জননী জন্মভূমির সেবায় দিন কর্ত্তন করিতে মনস্থ করেন। বোম্বে মিউনিসিপালিটীর শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি তাহার উন্নতি সাধন মানসে সাধারণ কমিশনার ভাবে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রেও তাঁহার ক্ষমতা প্রদর্শন করার সুযোগ পাইলেন না। ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড লিটনের শাসন পদ্ধতিতে হতোৎসাহ হইয়া তিনি কিছুদিনের মধ্যেই কার্য্যত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি ভারতবর্ষের শাসন সংস্কার-

সম্বন্ধে বাস্তবিকই নিরাশ হইয়াছিলেন। আর কোনও আন্দোলনে যোগদান না করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে জীবন যাপন করিবেন মনে করিলেন। কিন্তু তাহা হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই লর্ড লিটন কার্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় ভারত গভর্ণমেণ্টের অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল। কাজে কাজেই দাদাভাই নওরোজী পুনরায় আশান্বিত হইয়া আবার মিউনিসিপালিটীতে প্রবেশ করিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া বোম্বেবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য বোম্বে মিউনিসিপালিটী তাঁহার নিকট কি পরিমাণ ঋণী তাহা তাহার কমিশনারগণ এক বিশেষ মন্তব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টও তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। বোম্বের তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড রে বাহাদুর তাঁহার কার্য্যে এমন প্রীতিলাভ করেন যে তিনি নিজ ইচ্ছায় তাঁহাকে বোম্বে আইন সভার সভ্য মনোনীত করিয়াছিলেন। আইন সভায় তিনি স্বকীয় পাণ্ডিত্য ও কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করার সময় পাইলেন না। কারণ উক্ত পদে মনোনীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই পুনরায় তাঁহার বিলাত গমন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়া-

মেণ্টের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল শেষ হইবে, সুতরাং পুনরায় নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে। দাদাভাই নওরোজী এই নির্ব্বাচনে সভ্য পদপ্রার্থী হইতে মনস্থ করিলেন। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিলাতে না পৌঁছিলে ভোট সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে মনে করিয়া তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দেই আইন সভার নবলব্ধপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাত যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই সময় আর এক অনিবার্য্য কারণে তাঁহার বিলাত যাত্রার দিন কিঞ্চিৎ পিছাইয়া দিতে হইল। যে জাতীয় মহাসম্মিলনী প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সার পি, এম, মেঠা ও অন্যান্য দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের সহিত এতদিন পর্য্যন্ত নানা রকম চেষ্টা করিয়া আসিতে-ছিলেন সেই বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বে নগরে তাহার প্রথম অধিবেশন হইবে স্থিরী-কৃত হইল। মিষ্টার নওরোজী স্বয়ং এই ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন, কাজে কাজেই সে সময় তাঁহার উপস্থিতি যে নিতান্ত আবশ্যক ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। মহা-সম্মিলনীর অধিবেশন পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশে থাকিয়া ভারত-বাসীর এই সর্ব্বপ্রথম একত্র মিলনের পবিত্র চেষ্টাকে সত্য সত্যই সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। মহাত্মা নওরোজী বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় মহাসম্মিলনী

প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইয়া উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু দেশে থাকিয়া সম্মিলনীর গৃহীত প্রস্তাব সমূহ কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতে পারিলেন না। কারণ পার্লিয়ামেণ্টের নির্ব্বাচনের সময় নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ায় তিনি মহাসম্মিলনীর অব্যবহিত পরেই বিলাত যাত্রা করিলেন।

দশম অধ্যায়।

নওরোজীর পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের চেষ্টা।

দাদাভাই নওরোজী বিলাতে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, দেশময় ঐ সাধারণ নির্ব্বাচনের হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। যুবক বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এমন কি সাধারণ মুটে মজুর পর্য্যন্ত এই নিরবাচন ব্যাপার নিয়া ব্যতিব্যস্ত। প্রার্থিগণ অনবরত স্থানে স্থানে সভা সমিতি আহ্বান করতঃ বক্তৃতা দিয়া, হেণ্ডবিল্ বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা প্রচার করিয়া স্ব স্ব মতের বিশেষত্ব জ্ঞাপন পূর্ব্বক ভোট সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহারা এমন জাক জমকের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন যে, এর ভিতর একজন বিদেশী

কৃষ্ণাঙ্গের পক্ষে সফলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। সভ্য পদপ্রার্থী রূপে পরিগৃহীত হওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিদেশী হইলেও তাঁহার বিগত কার্য্যের জন্য তিনি বিলাতে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার দক্ষতা ও কার্য্যতৎপরতার কথা স্বদেশ হইতে বরং বিলাতেই সমধিক পরিব্যাপ্ত ছিল। কাজে কাজেই নিতান্ত অল্পায়াসেই তিনি হলবার্ণের উদারনৈতিক দল কর্ত্তৃক প্রার্থীরূপে পরিগৃহীত হইলেন। কিন্তু একে বিদেশী কৃষ্ণাঙ্গ তদুপরি উদারনৈতিক কাজে কাজেই এত অল্প সময়ের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তিনি মাত্র ১৯৫০ ভোট পাইলেন, আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ৩৬৫১ ভোট সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। অকৃতকার্য্য হইলেও একজন ভারতবাসীর পক্ষে এতগুলি শ্বেতাঙ্গের ভোট লাভ করা কম গৌরবের কথা নহে। ইংলণ্ডের জন সাধারণ এই মহাপুরুষের গুণগ্রামে কিরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন, ইহা তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। সময়ের অল্পতা নিবন্ধন রীতিমত চেষ্টা করিতে পারেন নাই বলিয়া মনকে প্রবোধ

প্রদান পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। কিন্তু এই অকৃতকার্য্য অবস্থায় স্বদেশে ফিরিলেন না। আগামী নির্ব্বাচনে পুনরায় প্রার্থী হইয়া যথা সম্ভব চেষ্টা করিবেন স্থির করতঃ নানা প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে দিন কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার এই সিদ্ধান্তও পরিবর্ত্তন করিতে হইল। কারণ সেই বৎসর জাতীয় মহা সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় হওয়া স্থিরীকৃত ছিল। তথাকার অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ সমস্ত নেতৃ-বৃন্দের মতানুসারে তাঁহাকেই মহাসম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচন করতঃ যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাসম্মিলনী তাঁহার প্রকৃতই প্রাণের জিনিষ ছিল; তিনি তাঁহার এই সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য তিনি যথা সময়ে স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

মহাসম্মিলনীর গৌরবময় সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি বিশেষ দক্ষতা ও ধীরতার সহিত সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার কার্য্যে উপস্থিত প্রতিনিধি মাত্রেই বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। মহা-সম্মিলনীর গৃহীত প্রস্তাব সমূহ কার্য্যে পরিণত করার জন্য যখন নেতৃগণ মধ্যে সর্ব্বত্র আন্দোলন চলিতেছিল, তখন

বিলাতে আর এক আশাপ্রদ ব্যাপার উপস্থিত হইল। পাব্লিক্ সার্ভিসের সংস্কার সম্বন্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে কিঞ্চিৎ ফল হইবে বলিয়া বোধ হইল। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া এ সম্বন্ধে দেশবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতঃ যথারীতি অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিশন সংঘটন করিলেন। এই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া মিষ্টার নওরোজী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিলাতযাত্রা করিলেন।

বিলাতে পৌঁছিয়া তিনি কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। তাঁহার সাক্ষ্যে পাব্লিক্ সার্ভিস্ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। কাজে কাজেই কমিশনারগণ বিশেষ সুখী হইলেন। সাক্ষ্য প্রদান করা ব্যতীত এবার বিলাত যাওয়ার আরও উদ্দেশ্য ছিল। পার্লিয়ামেণ্টের আগামী নির্ব্বাচনে সভ্য হওয়ার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। সাক্ষ্য প্রদানের পর তিনি তাঁহার সে উদ্দেশ্য সাধনে মনোযোগ করিলেন। এ যাত্রা তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল না। ক্রমাগত পাঁচ বৎসর কাল অবিরাম চেষ্টার ফলে তিনি সেণ্ট্রেল ফিন্সবারীর নির্ব্বাচনকারিগণ কর্ত্তৃক উদারনৈতিক দলের মেম্বর স্বরূপে

পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহার সফলতার সংবাদে ভারতের সর্ব্বত্র আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইল। সকলেই এই অসাধারণ গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া শত শত টেলিগ্রাফ দ্বারা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

পার্লিয়ামেণ্টে নওরোজীর কার্য্যাবলী।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ করিয়া মিষ্টার নওরোজী যে বক্তৃতা দান করেন তাহাতে সকলেই সুখী হইলেন। তৎপরে যখন যে বিষয় সমিতির সম্মুখে উত্থাপিত হইতে লাগিল তাহাতেই তিনি বিশেষ চিন্তাশীলতা ও সদ্‌বিবেচনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অতুল একাগ্রতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ ও মিষ্টার ডব্লিউ এস্ কেইনী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য ভারতের প্রতি সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত তিনি কতিপয় মেম্বরের সহায়তায় এক কমিটী সংঘটন করেন। বলা বাহুল্য যে এই কমিটীর চেষ্টায় ভারতের অনেক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছিল।

পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিয়াই মিষ্টার নওরোজী ইণ্ডিয়ান্ সিভিল্ সার্ভিস্ সম্বন্ধে নূতন আইন করার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে প্রস্তাব উত্থাপন করিলে রক্ষণশীল মেম্বরগণ এমন কি অনেক সাম্যবাদী পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া তিনি নিজে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন না। এ কার্য্যের জন্য অনেক চেষ্টার পর হারবার্ট পল নামক জনৈক উদারনৈতিক ইংরাজ সভ্যকে তাঁহার স্বমতে আনয়ন করিলেন। মিষ্টার পল এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ও বিলাতে একই সময়ে একই প্রকার সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা গৃহীত হওয়ার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। দাদাভাই নওরোজী ইহার সাপক্ষে এমন অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য তাহা অনুমোদন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল বটে কিন্তু বিশেষ বিবেচনার জন্য তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইল না।

দাদাভাই নওরোজীর এই সফলতার সংবাদ ভারতে পৌঁছিলে সর্ব্বত্র এক আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইল। স্থানে স্থানে ভারতবাসিগণ সভাসমিতি করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। লাহোরে সে বৎসর কংগ্রেস্

হওয়ার কথা ছিল। তথাকার নেতৃবৃন্দ নওরোজীর এই সমস্ত দেশহিতকর কার্য্যে এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকেই সভাপতি পদে বরণ করিলেন। কংগ্রেসের মত মহাসভায় দুইবার সভাপতিত্ব করা কিরূপ সম্মান ও গৌরবের কথা তাহা বলাই বাহুল্য। দাদাভাই নওরোজী এবারও দেশবাসীর এই অসামান্য সম্মানপ্রদ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন না। তিনি অসংখ্য বাধা বিঘ্ন সত্বেও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লাহোর যাত্রা করিলেন। সেবার তিনি দেশে পৌছিয়া স্বদেশ-বাসিগণের নিকট যে অসাধারণ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন ইতঃপূর্ব্বে কোনও স্বাধীন নৃপতি তাঁহার প্রজাগণের নিকটও তেমন সম্মান লাভ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। সেবার বোম্বেবাসী প্রাচীন ও নবীন নেতৃবৃন্দ সমস্ত দলাদলি ও যাবতীয় ঈর্ষা বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া দেশভক্ত মহাত্মাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি যখন কংগ্রেসে গমন করেন তখন বোম্বে হইতে লাহোর পর্য্যন্ত সমস্ত পথে এক মহান উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থানীয় অধিবাসিগণ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। লাহোরের পাঞ্জাবীগণ এ বিষয়ে সকলকে পরাস্ত

করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল ষ্টেশন হইতে সভাপতির তাবু পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্থা পত্রপুষ্প ও সুরঞ্জিত পতাকামালায় সুসজ্জিত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, বিরাট প্রছেসন সহকারে তাঁহার গাড়ী নিজেরা টানিয়া নিয়া চুড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নওরোজীর এই রাজদুর্লভ সম্মান লাভের কথা কেবল দেশীয় কাগজে নহে ইউরোপের প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলিতেও বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া সমস্ত সভ্য জগতকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতের অন্যতম ইংরাজ বন্ধু সার উইলিয়ম হাণ্টার নওরোজীর এই অসাধারণ সম্মানলাভের হেতু ও ফলাফল সম্বন্ধে টাইমস্ পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা এমন সুচিন্তিত ও প্রাঞ্জল হইয়াছিল যে তৎপাঠে বিলাতের মন্ত্রিগণ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া মিষ্টার নওরোজী পুনরায় বিলাত যাত্রা করিলেন। এবার তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি এমন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার প্রত্যেক প্রস্তাব বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচিত ও বিবেচিত হইতে লাগিল। মিষ্টার নওরোজী এই সুযোগ উপেক্ষা করিলেন না।

তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে

অনুসন্ধান করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় এক কমিটী সংঘটনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব তিনি এমন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা দণ্ডায়মান করিলেন যে কেহই তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া ফললাভ করিতে পারিল না। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে কমিটী সংঘটিত হইয়া গেল। মিষ্টার নওরোজী নিজেও তাহার সভ্য হইলেন। লর্ড ওয়েব্‌লি নামক জনৈক ইংরাজ ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সভাপতির নামানুসারে কমিটীর নামকরণের নিয়ম প্রচলিত আছে, সেই নিয়মানুসারে এই কমিটীকে গভর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রে ওয়েব্‌লী কমিশনই বলে। মিষ্টার নওরোজী আজীবন চেষ্টার ফলে যে সমস্ত মহৎ কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ওয়েব্‌লী কমিশন সংঘটন সর্ব্বপ্রধান বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। যাহা হউক, তিনি উক্ত কমিশনের কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা ও কার্য্য তৎপরতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যে কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য মেম্বরগণ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার নওরোজী নিজেও এই কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান করেন। তিনি তাঁহার বর্ণনার প্রমাণ স্বরূপ ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে এমন কতকগুলি হিসাব

দাখিল করেন যে কমিশনারগণ তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

অতঃপর বিলাতে উদারনৈতিক দলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পরিতে লাগিল। রক্ষণশীল সম্প্রদায় ক্রমেই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল যে উদারনৈতিকগণ আর সেবার নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। কাজে কাজেই মিষ্টার নওরোজীও অকৃতকার্য্য হইলেন। তিনি রক্ষণশীলগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দুঃখিত হইলেন বটে কিন্তু নিরাশ হইলেন না। অদমা উৎসাহে নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

১৮৮৭ হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিষ্টার নওরোজী প্রায় স্থায়ী অধিবাসীর মত বিলাতেই বাস করিয়াছিলেন। স্বদেশ হইতে বহু দূরে থাকিলেও এই সুদীর্ঘকালের প্রায় ষোল আনা সময়ই স্বদেশের মঙ্গল কামনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

নওরোজীর অন্যান্য কাজ

আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী সম্মিলনী।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডম্ নগরে সাম্যবাদীদিগের এক বিরাট বৈঠক হয়। তাহাতে পৃথিবীর যাবতীয় সাম্যবাদিগণ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া নিজেদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে মিষ্টার দাদাভাই নওরোজী প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন আশী বৎসর। বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন শরীর দুর্ব্বল হইলেও তিনি দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষা অগ্রাহ্য করিলেন না। বিশেষ আনন্দের সহিত পথ পর্য্যটনের ক্লেশ সহ্য করিয়া যথা সময়ে আমষ্টার্ডমে উপনীত হইলেন। তিনি যখনই যে কার্য্যে যোগদান করিতেন—তাহাতেই পূর্ণ উৎসাহে কাজ না করিয়া বিরত হইতেন না। দশের কাজে পাছে থাকার অভ্যাস তাঁহার আদৌ ছিল না। আমষ্টার্ডমে পৌছিয়া তিনি সেই আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী সম্মিলনীর কার্য্যে এমনভাবে সহায়তা করিতে লাগিলেন

যে,—অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা-সম্ভূত যুক্তি সমূহ সাদরে পরিগৃহীত হইল। উক্ত সভায় তিনি বিশেষ কোনও প্রস্তাবের সাপক্ষে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও তিনি এমন উচ্চৈঃস্বরে পরিষ্কার ভাবে বক্তৃতা করেন যে—মহাসম্মিলনীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত তাঁহার প্রত্যেক শব্দ অতি স্পষ্টভাবে প্রত্যেক শ্রোতার কর্ণগোচর হইয়াছিল। বক্তৃতার আরও বিশেষত্ব এই ছিল যে প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও কখনও বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা বা ইতঃস্ততার ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। আগাগোড়া তিনি এমন শিষ্টতা ও বিনয়ের সহিত ভারতের অবস্থা বর্ণনা করেন যে উপস্থিত সাম্যবাদী মাত্রেই তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মিষ্টার নওরোজী আমষ্টার্ডম্ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় বিলাতেই বাস করিতে লাগিলেন। আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী সম্মিলনীতে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তজ্জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার প্রশংসাবাদ হইতে লাগিল। ভারতবাসিগণ তাঁহাদের চিরমান্য নেতার এই অসাধারণ সম্মানে বিশেষ গৌরবান্বিত হইলেন।

কলিকাতায় জাতীয় মহাসম্মিলনী।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার নওরোজী পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হইলেন। দুইবার সভাপতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার পর আবার তৃতীয়বার তাঁহাকেই মনোনীত করার বিশেষ কারণ ছিল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও অন্যান্য নানাকারণে এই সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ গোলযোগময় হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ বাংলার নেতৃগণ মধ্যে মতানৈক্য নিবন্ধন দুইদলের সৃষ্টি হওয়ায় কংগ্রেসের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা হইতেছিল। উভয়দলের নেতৃগণ নিজ নিজ দলের পক্ষ সমর্থনকারী সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই দলাদলি মিটমাট না হইয়া ক্রমেই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। নিরপেক্ষগণ ইহা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে দেশের এমতাবস্থায় এমন লোককে সভাপতি পদে বরণ করিতে হইবে, যাঁহার রাজনৈতিক বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার নিকট উভয় দলের উত্তেজিত নেতৃবৃন্দ অম্লানচিত্তে মস্তক অবনত করিবেন। অনেক চিন্তার পর তাঁহারা দাদাভাই নওরোজীকেই মনোনীত করিলেন। তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে এই বৃদ্ধ স্বদেশভক্ত মহাবীরের নামে

দেশবাসিগণ তাঁহাদের যাবতীয় ভেদাভেদ ও সমুদয় মতানৈক্য মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল; দাদাভাই নওরোজীর নাম শুনিয়া সকলেই কথঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ পাইয়া মিষ্টার নওরোজী আবার স্বদেশযাত্রা করিলেন। এবার তাঁহার অত্যধিক বয়োধিক্য নিবন্ধন পথে বাস্তবিকই কষ্ট হইল। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিরক্ত হইলেন না। যথাসময়ে বোম্বে পঁহুছিয়া চিরপ্রিয় স্বদেশবাসিগণের সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বোম্বে পদার্পণের কথা যথাসময়ে বাংলায় পৌঁছিলে পর তথায় এক অদম্য উৎসাহের অবিরাম উৎস উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীগণ তাঁহাদের যাবতীয় মতানৈক্য বিস্মৃত হইয়া এই দেশভক্ত মহাপুরুষের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন যে, এই মহাপুরুষের অভ্যর্থনার এমন বিরাট আয়োজন করিতে হইবে যাহা কখনও কোনও দেশের স্বাধীন নৃপতির ভাগ্যেও ঘটিয়া উঠে নাই। কার্য্যকালে বাস্তবিক তাহাই হইল, বাঙ্গালীগণ এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিলেন যে তাহা দেখিয়া কলিকাতাপ্রবাসী বিদেশিগণ পর্য্যন্ত অবাক স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্য নিবন্ধন যে দলাদলির ভাব ক্রমে বিকাশ লাভ করতঃ কংগ্রেস মহাসভার ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠিতেছিল, মিষ্টার নওরোজীর চেষ্টায় তাহা সম্যক প্রশমিত হইল। বাস্তবিক পক্ষে সে বৎসর নওরোজীর মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর কংগ্রেসের নেতৃত্ব অর্পিত না হইলে মহাসভার যে ভয়ানক অনিষ্ট সংঘটিত হইত তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতা কংগ্রেসের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তিনি বোম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার এই বৃদ্ধকালে এত সুদূর পথ পর্য্যটন করা কম কঠিন নহে। বিশেষতঃ সভাপতির সুকঠিন উদ্বেগময় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি এত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িল। মিঃ নওরোজী সেই সময় হইতে আর বিলাতে না গিয়া তাঁহার প্রিয় বাসভূমি ভারশোভা ভবনে স্নেহের নাতিনীগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। নাতিনীগণ সকলেই উচ্চশিক্ষিতা এবং নানাগুণ সম্পন্না ছিলেন, তাঁহাদের শুশ্রূষায় তিনি ক্রমে সুস্থ হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেসের পর বয়োধিক্যজনিত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মিষ্টার নওরোজী আর কোনও আন্দোলনেই

বিশেষভাবে যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেশের কাজে কখনও অশ্রদ্ধা বা বিরক্তির ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। ঠিক পূর্ব্বেরই মত প্রত্যহ প্রাতে দেশের খবর জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইতেন। তাঁহার নাতিনীগণ দৈনিক খবরের কাগজগুলি পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। নিজে সাক্ষাৎভাবে কোনও আন্দোলনে অগ্রবর্ত্তী হইতে না পারিলেও—তিনি নেতৃবৃন্দকে সময়োপযোগী উপদেশ দিতে ক্রটী করিতেন না। দেশভক্ত নেতাগণও দেশের যাবতীয় আন্দোলনে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারের পরামর্শ সম্বন্ধে প্রতিদিন তাঁহার নিকট কত রকম চিঠি পত্র আসিত তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি প্রত্যেক পত্র মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া যথাযথ ভাবে নাতিনীগণ দ্বারা উত্তর লিখাইয়া দিতেন। কখনও কখনও গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শ করিবার জন্য নানা প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন। তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও এই সমস্ত নেতৃগণকে এমন সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিতেন যে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ

করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে লোক প্রায়ই কিঞ্চিৎ খিট্‌খিটে মেজাজের হইয়া পরে, কিন্তু মিষ্টার নওরোজীর চরিত্রে মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত তেমন কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই মিষ্টভাষী এবং সদালাপী ছিলেন; নিতান্ত বিরুদ্ধবাদী লোকও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সন্তোষলাভ করিত। কংগ্রেস মহাসমিতি তাঁহার একান্ত প্রাণের জিনিষ ছিল। তিনি যখন যেখানে থাকিতেন সর্ব্বদা কংগ্রেসের তত্ত্বাবধান করিতে ক্রুটী করিতেন না। এই বৃদ্ধকালেও তিনি প্রতি বৎসর রীতিমত কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁহার সহানুভূতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক পত্র লিখিতেন। তাঁহার পত্র কংগ্রেসের প্রত্যেক সভাপতিই বিশেষ আদরের সহিত প্রতিনিধিবর্গকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার জীবনব্যাপী দেশহিতকর কার্য্যের জন্য প্রত্যেক কংগ্রেস অধিবেশনেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইত। এ বিষয়ে একটী বিশেষ প্রস্তাব করা কংগ্রেসের রীতির অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সমস্ত ব্যাপার হইতে তাঁহার স্বদেশবাসিগণ যে তাঁহার নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ করিতেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর মিষ্টার নওরোজীর জন্ম দিন। এই

দিন চতুর্দ্দিক হইতে শত শত পত্র ও টেলিগ্রাম অসংখ্য নরনারীর শ্রদ্ধা বিজড়িত ধন্যবাদ বহন পূর্ব্বক উপস্থিত হইত। মিষ্টার নওরোজী সমস্ত পত্র আনন্দের সহিত পাঠ করিতেন। এই সমস্ত পত্রের উত্তরে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন তাহাতে সে বৎসরের যাবতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারের এমন সুন্দর সমালোচনা থাকিত যে তাহা সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হইত।

বৃটীশ সাম্যনীতির উপর নওরোজীর বিশ্বাস বরাবর অটুট ছিল। তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন যে ভারতবাসিগণ শিক্ষায় দীক্ষায় রীতিমত যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলে ইংরাজ রাজপুরুষগণ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে সায়ত্ত-শাসন প্রদান করিবেন। এই সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তিনি যাবতীয় আন্দোলন পরিচালনা করিতেন। ১৯১৫ ইং সনের নওরোজী-জন্মোৎসব ভারতের এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। এই বৎসর ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি ৯১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করায় তাঁহার জন্মোৎসব ক্রিয়া সর্ব্বত্র বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ দিন সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার ভারশোভা ভবন লোকে লোকারণ্য ছিল। নানা স্থান হইতে দলে দলে দেশহিতৈষিগণ গীত-বাদ্যসহ উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ

মহাপুরুষকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে আনন্দসূচক পত্র ও টেলিগ্রাম এরূপ পূঞ্জীকৃত হইয়াছিল যে তাহা ২।১ জনে মিলিয়া পাঠ করা দূরে থাকুক বহন করাই সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছিল। কেবল যে নওরোজীর স্বদেশবাসিগণই এই জন্মোৎসব ক্রিয়ায় লিপ্ত ছিলেন এমন নহে; বহু ইংরাজ ও ভিন্ন দেশীয় রাজকর্ম্মচারী, পত্রিকাসম্পাদক ও ব্যবসায়ী ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। মহামতি লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন ভারতের গভর্ণর জেনেরল। তিনিও তাঁহাকে এরূপ শ্রদ্ধা করিতেন যে এই জন্মোৎসব দিনে পত্র দ্বারা সানন্দে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আর বোম্বের তদানীন্তন গভর্ণর ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী যে এ ব্যাপারে কেবল সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা নহে, যথেষ্ট সহায়তাও করিয়াছিলেন।

এই বৎসরের জন্মোৎসবের বিশেষ বিশেষত্ব এই যে মিষ্টার নওরোজী স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া—বোম্বের মহিলা-গণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানের জন্য একদল মহিলা তাঁহার ভারশোভা ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও পার্শি সমাজের অনেক

উচ্চশিক্ষিতা ভদ্র মহিলা ছিলেন। কাজে কাজেই ইহাকে প্রকৃতপক্ষে ভারত মহিলাকুলের প্রতিনিধিস্বরূপ বলা যাইতে পারে। হায়দরাবাদের সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই মহিলা বাহিনীর সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ নওরোজীর অকৃত্রিম দেশনিষ্ঠায় এরূপ মুগ্ধ ছিলেন যে, এই আনন্দময় জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার যাবতীয় গুণাবলীর উল্লেখ ক্রমে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি মিষ্টার নওরোজীর নিকট স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য ভারতের মহিলাকুল কতদূর ঋণী তাহা বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। গুজরাঠী স্ত্রীমণ্ডলের পক্ষ হইতে শ্রীমতী যমুনাবাই সখাই একখানা অভিনন্দন পাঠ করেন; তাহাও অতি প্রাঞ্জল এবং প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। মিষ্টার নওরোজী এই সমস্ত প্রশংসাবাদ ও অভিনন্দনের উত্তরে মহিলাদিগকে অতি সুন্দর সংযতভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কেবল তাহাই নহে, বর্ত্তমানে ভারতে কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যক এবং তাহা কি ভাবে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে তিনি এমন সুন্দর অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট চিন্তা-

শীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। একান্নব্বই বৎসর বয়স্ক স্থবিরের পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। কিন্তু এযাত্রায় তিনি এমনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সকলেই বুঝিয়াছিলেন অতি শীঘ্রই তাঁহাদের অকলঙ্ক গৌরবরবি ভারতাকাশ হইতে চিরতরে অস্তমিত হইবেন। বাস্তবিক তাহাই হইল। ৯১শ বাৎসরিক জন্মোৎসবের পর তিনি আর সবল হইলেন না, দিন দিন ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাত্যহিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সংবাদ রীতিমত পাওয়ার জন্য সর্ব্বত্র এক উৎকণ্ঠার ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ ১৯১৭ ইং সনের ১লা জুন তারিখে সংবাদ পাওয়া গেল যে মহাপুরুষের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। এই সংবাদে সকলেই বিশেষ বিচলিত হইলেন এবং দ্বিতীয় সংবাদ পাওয়ার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। সেই দিন বিকাল বেলা সংবাদ আসিল যে তাহার অবস্থা একটু ভাল হইতে চলিয়াছে। মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় সে দিন তিনি রক্ষা পাইলেন বটে কিন্তু এই ভাল অবস্থা বেশী সময় স্থায়ী হইল না। ক্রমেই তাহার জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে ইংরেজী ১৯১৭ সনের ৩০শে জুন তারিখে তাঁহার প্রাণের কন্যা ও পৌত্রপৌত্রীগণের

সেবা শুশ্রূষা উপেক্ষা করতঃ সমস্ত দেশবাসীকে কাঁদাইয়া চিরদিনের জন্য অন্তিম শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ দাবানলের মত অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। স্থানে স্থানে শোক সভার উচ্ছ্বাস উঠিল। দাদাভাই ভারতবাসীর প্রকৃত দাদাভাই ছিলেন; তিনি সম্পদে বিপদে ভারতবাসীর জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে ভারতবাসিগণ যে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন, শত শতাব্দীর ভিতরেও তেমন আর একটী মিলিবে কিনা কে জানে!

শিক্ষায় নওরোজী।

জীবনের প্রারম্ভে লোকশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য মিষ্টার নওরোজী কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি যখন যেখানে অবস্থান করিতেন সেইখানেই তাঁহার দেশবাসীর শিক্ষার জন্য কোনও না কোনও চেষ্টা করিতে বিরত থাকিতেন না। স্বদেশে ও বিলাতে অবস্থান কালে তিনি

সর্ব্বদা তাঁহার এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য পুস্তক ও পত্রিকা প্রণয়ন করিতেন। এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁহাকে এত বিষয়ে গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইত যে তাহাতে তাঁহার নিজের বিদ্যাও যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ উপাধি বিতরণ সভা আহ্বান করতঃ তাঁহাকে তাহাদের সর্ব্বোচ্চ উপাধি "ডাক্তার অফ ল" প্রদান করেন। এই উপাধি বিতরণ দ্বারা তাঁহারা যে মিষ্টার নওরোজীকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন এমন নহে, বরং তাঁহারাই বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এত বড় বিজ্ঞ জ্ঞানী মহাপুরুষকে উপাধি দানে ভূষিত করতঃ নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া পৃথিবীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ই কম গৌরবজনক বলিয়া মনে করে না। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্ চান্সেলার রেভারেণ্ড ডাক্তার মেকিছন্ নবতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ নওরোজীকে চান্সলার বাহাদুর লর্ড উইলিংটন মহোদয়ের সমক্ষে উপস্থিত করা উপলক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে তিনি তাঁহার বহুগুণাবলী ও অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি কেবল এই উপাধি লাভে

নওরোজীর অসংখ্য দাবীর কথা প্রমাণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ও যে জগতের চক্ষে কিরূপ উচ্চ ও কতদূর মহান বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিবে তাহাও বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

মিষ্টার নওরোজীর একখানা পাঠমন্দির বা লাইব্রেরী ছিল। তাহাতে এমন সুদুর্লভ পুস্তক ও রিপোর্ট সমূহ ছিল যে তৎসময় তেমন অন্য কোনও লাইব্রেরীতে ছিল বলিয়া জানা যায় না। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বাবধি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নির্ব্বাচিত কমিটী সমূহ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কখন কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার যাবতীয় কাগজ পত্র তিনি বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও কত শত শত দরকারী কাগজ ও রিপোর্ট ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি তৎসমুদয় সমস্তই অতি আনন্দের সহিত সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহারের জন্য বোম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসনের হস্তে অর্পণ করেন।

নওরোজীর গ্রন্থ।

মিষ্টার নওরোজী আজীবনই কোনও না কোনও পত্রিকার সংস্রবে দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সাময়িক

পত্রিকায় রাজনৈতিক বিষয়ে গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লেখা তাঁহার একরূপ নিত্য কর্ম্মের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু তিনি নানা প্রকার আন্দোলনে এরূপ বিব্রত থাকিতেন যে বৃহৎ কোনও গ্রন্থ প্রণয়নের অবসর তাহার আদৌ ঘটিত না। ভারতীয় রাজস্ব ও আয় ব্যয় সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রবন্ধ পত্রিকাস্তম্ভে ও পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় একত্র করিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার নাম Poverty and Un-British Rule in India. এই গ্রন্থে তিনি ভারতের চিরদুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সমস্ত কারণ ও অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা কেবল ভারতবাসীর নহে প্রত্যেক রাজ-কর্ম্মচারীরও সর্ব্বদা জানা থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে ভারতের আয় ব্যয় ও রাজস্ব সম্পর্কীয় এত সব অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিবদ্ধ রহিয়াছে যে এতৎসম্বন্ধে ইহাকে বিনা আপত্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক বলা যাইতে পারে। নানা বিষয়ের হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়া তিনি যে সমস্ত উত্তর পাইয়াছিলেন তাহাও এই পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন সমস্ত পত্র ও প্রবন্ধ পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া সবিশেষ শৃঙ্খলার সহিত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে পারেন

নাই। সমস্ত গুলিই যথাযথ ভাবে প্রকাশ করায় গ্রন্থ খানা এত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে যে সকলের পক্ষে ইহা পাঠ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, ভারতের আয় ব্যয় ও রাজস্বনীতি শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা যে একখানা অমূল্য গ্রন্থ তাহা বলাই বাহুল্য। নওরোজীর যাবতীয় দেশ হিতৈষণার কথা সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলেও শুধু এই পুস্তক দ্বারাই জগতের শিক্ষিত সমাজে তাঁহার পুণ্যময় নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সমাপ্ত।